ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 March, 2023 ■ আগরতলা ২৩ মার্চ, ২০২৩ ইং ■ ৮ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বুধবার নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মু ত্রিপুরার প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মাকে মরণোত্তর পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদান করেন, পুরস্কারটি গ্রহণ করেন প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রীর সুপুত্র সুব্রত দেববর্মা। ছবি-পিআইবি।

মোহনপুরে নগদ ৫৬ লক্ষ টাকা সহ উদ্ধার বিস্তর নেশা সামগ্রী, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। নেশা বিরোধী অভিযানে আবারও সাফল্য পেয়েছে সিধাই থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে এক বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে নেশা সামগ্রী সহ নগদ ৫৬ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সব্যসাচি দেব। সাথে একটি গাড়ি সহ বাড়ির মালিককেও আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সব্যসাচি দেব জানিয়েছেন, গোপন সুত্রে তাঁদের কাছে খবর আসে মোহনপুরে গকুলনগরের রবীন্দ্রপল্লীর বাসিন্দা অমৃত পালের বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী সহ নগদ টাকা মজুত রয়েছে। ওই খবরের ভিত্তিতে সিধাই থানার পুলিশ বুধবার ভোর ৫ টা নাগাদ অমৃত পালের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩০ কেজি শুকনো গাঁজা, ৮০০ ইয়াবা টেবলেট ও অল্প বিস্তর ফেন্সিডিলের বোতল সহ নগদ ৫৬ লাখ টাকা বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সিধাই মোহনপুরে নেশা সামগ্রী ও নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ।

সাথে তিনি আরও জানিয়েছেন, বাড়িতে থাকা একটি ওমনি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। বাড়ির মালিক অমৃত পালকে আটক করা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে এন ডি পি এস ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আগামীদিনে এ ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানিয়েছন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সব্যসাচি দেব। তদন্তে নেমেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে আসাম রাইফেলস ও পানিসাগর থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ছয় হাজার ইয়াবা টেবলেট উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ দিল্লিতে সব বিরোধী দলের নেতাদের বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.) ।। গ্রামীণ ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) নিয়ে আলোচনা করার জন্য রাজ্যসভায় বিরোধী দলগুলির নেতাদের একটি বৈঠকের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টির প্রধান শরদ পাওয়ার। আগামীকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় পাওয়ারের বাসভবনে এই বৈঠক হবে বলে জানা গিয়েছে।

সমস্ত বিরোধী নেতাদের কাছে লেখা একটি চিঠিতে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টির প্রধান বলেন, তিনি সমস্ত রাজনৈতিক দলের একটি সভা আহ্বান করার প্রস্তাব করেছেন যাদের গ্রামীণ ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার কিছু সুশীল সমাজ কর্মী এবং রাজনৈতিক দলের উত্থাপিত সন্দেহের জবাব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। পাওয়ার আরও বলেন, সভাটি অবাধ ও সুষ্ঠু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মরণোত্তর পদ্মশ্রী পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। মরণোত্তর পদ্মশ্রী পেলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিজেপি জোট শরিক আইপিএফটি-র প্রাক্তন সভাপতি নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। আজ তাঁর ছেলে সুব্রত দেববর্মা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছ থেকে পদ্মশ্রী গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও ত্রিপুরায় বিশিষ্ট সমাজসেবী বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া পদ্মশ্রী গ্রহণ করেছেন।

এ-বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মাকে পদ্মশ্রী(মরণোত্তর) সম্মানে ভুষিত করেছেন। এই গৌরবময় মূহুর্তে আমি শ্রদ্ধাচিত্তে তাঁকে স্মরন করি এবং ত্রিপুরার জাতি-জনজাতির সার্বিক কল্যাণে তাঁর অবদানের প্রতি এই সম্মাননা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ার চামপ্লাই গ্রামে বন্য হাতির তাণ্ডব, গুরুতর আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ মার্চ।। তেলিয়ামুড়ার পূর্ব লক্ষ্মীপুর চামপ্লাই এলাকায় মঙ্গলবার রাতে বন্যহাতির তাণ্ডবে একজন আহত হয়েছেন। অপর কয়েকজন অল্পবিস্তার আহত হয়েছেন। তেলিয়ামুড়া মহকুমা জুড়ে বন্য হাতির সমস্যা নতুন কোন বিষয় নয়।

তেলিয়ামুড়ার বেশ কিছু হাতি প্রবণ এলাকায় প্রায় প্রতিদিন বন্য হাতির দল উপদ্রব চালায় এবং হাতির আক্রমণে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবরও রয়েছে। এরপরেও হাতির সমস্যা নিরসনে কোন প্রকার স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বনদপ্তর। মঙ্গলবার রাতেও বন্য হাতির আক্রমণে গুরুতর আহত ১ ও অল্পবিস্তর আহত বেশ কয়েকজন। ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে পূর্ব লক্ষ্মীপুর এ.ডি.সি ভিলেজের অন্তর্গত চামপ্লাই এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা বনদপ্তরের অধীন অর্থাৎ পূর্ব লক্ষ্মীপুর এ.ডি.সি ভিলেজের অন্তর্গত চামপ্লাই এলাকায় মঙ্গলবার গভীর রাতে বন্য দাঁতাল হাতির আক্রমণে গুরুতর আহত এক ব্যক্তি, ও অল্পবিস্তর আহত হয় বেশ কয়েকজন। গুরুতর আহত ব্যাক্তির নাম অরুণ দেববর্মা। এলাকার লোকজন হাতির আক্রমনে গুরুতর আহত ব্যাক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। রাতের অন্ধকারে হাতির আক্রমণের এই ঘটনাকেকেন্দ্র করে গোটা এলাকায় এখনো তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে।

টিসিএর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের আর্থিক দুর্নীতির গুরুত্ব অভিযোগ উঠেছে। দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে বঞ্চিত ক্রিকেটাররা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তপন লোধের কাছে লিখিতভাবে ডেপুটেশন প্রদান করেছেন। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে কলঙ্কিত করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে একটি অংশ।

একদিকে বড় ধরনের আর্থিক কেলেঙ্কারি অন্যদিকে বহু খেলোয়ারকে পরিকল্পিতভাবে নানাভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনে লুটের রাজত্ব চলেছে বলেও তারা অভিযোগ করেছেন। নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্লাবের খেলোয়ারদের দলে অন্তর্ভুক্ত করার সহ নানা সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।। এসব দুর্নীতির তদন্তক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দাবি উঠেছে।

পরিবহণ খাতের উন্নয়নে ভারতের ১.৭ শতাংশ ব্যয় ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতির মঞ্চ তৈরি করবে

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ।। চলতি বছর ভারত তার জিডিপির ১.৭ শতাংশ পরিবহন পরিকাঠামো খাতে ব্যয় করবে, যা আমেরিকা ও ইউরোপের বেশিরভাগ দেশের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া অর্থবছরের জন্য পরিকাঠামো খাতে মূলধন ব্যয় বাড়িয়ে ১২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করেছে, কারণ এটি বিশ্বব্যাপী মন্দার মধ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, মোদী সরকার রেলওয়ের মূলধন ব্যয়ের জন্য ২.৪ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় নয় গুণ বেশি। এই তহবিলের বেশিরভাগই ট্র্যাক নির্মাণ, নতুন কোচ নির্মাণ,বৈদ্যুতিকীকরণ এবং স্টেশনগুলিতে সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নে ব্যয় করা হবে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সড়কের জন্য বরাদ্দ ৩৬ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ২.৭ লক্ষ কোটি টাকা। আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগের উন্নতির জন্য অতিরিক্ত ৫০টি বিমানবন্দর, হেলিপোর্ট, ওয়াটার এয়ারড্রোম এবং অ্যাডভান্স ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডকে পুনরুজ্জীবিত করার দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সরকার বন্দর, কয়লা, ইস্পাত, সার এবং খাদ্যশস্য খাতের জন্য শেষ ও প্রথম মাইল সংযোগের জন্য ১০০ টি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন পরিকাঠামো প্রকল্প চিহ্নিত করেছে, যেখানে বিনিয়োগ বাড়ানোর ইচ্ছা রয়েছে। গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট পেশের সময় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বলেছিলেন, 'বেসরকারি উৎস থেকে ১৫,০০০ কোটি টাকা সহ ৭৫,০০০ কোটি টাকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্রাইম ব্রাঞ্চ পুলিশ স্টেশন অ্যান্টি নার্কোটিকস টাস্ক ফোর্স পুলিশ স্টেশন হিসেবেও কাজ করবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। ত্রিপুরা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ পুলিশ স্টেশন এখন অ্যান্টি নার্কোটিকস টাস্ক ফোর্স পুলিশ স্টেশন হিসেবেও কাজ করবে। সারা রাজ্য এই পুলিশ স্টেশনের আওতায় থাকবে। একজন ডি এস পি এই পুলিশ স্টেশনের দায়িত্বে থাকবেন।

কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিজার ১৯৭৩ অনুযায়ী তিনি দায়িত্ব পালন করবেন। ক্রাইম বাঞ্চ পুলিশ স্টেশন একমাত্র সেইসব ঘটনার তদন্ত করবে যেগুলির জন্য বিশেষ টেকনিক্যাল দক্ষতার প্রয়োজন থাকায় সাধারণ পুলিশ স্টেশনের পক্ষে তদন্ত করা সম্ভব নয় কিংবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ডি জি পি-র অনুমোদনে তা হতে পারে। প্রাথমিক ভাবে অপরাধমূলক ঘটনা বিবেচনা করে ত্রিপুরা পুলিশ ক্রাইম বাঞ্চ বা অ্যান্টি নার্কোটিকস টাস্ক ফোর্সদ্বারা সম্পাদিত তদন্তের ভিত্তিতে ডি জি পি-র অনুমোদন সাপেক্ষে মামলা দায়ের ও তদন্ত করতে পারে।

ত্রিপুরার যে কোন পুলিশ স্টেশনে দায়ের করা মামলার ক্ষেত্রেও ক্রাইম ব্রাঞ্চ পুলিশ টেকনিক্যাল সহায়তা দিতে পারে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ-এর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সমস্ত মামলা ও তদন্তের পর্যালোচনা করবেন কমপক্ষে তিন মাসে একবার। সরকারি গ্যাজেট প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে এই বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হবে।

ককবরক ভাষার পরীক্ষার্থীদের বাংলা হরফে উত্তর লেখা নিয়ে বাড়ছে জটিলতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ককবরকভাষী ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরপত্রে বাংলা হরফে লিখতে বাধ্য করার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা একাডেমিকানস ফোরাম।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কক্ষ বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার হরফ নিয়ে এ বছর যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তা কোনোভাবেই কাম্য নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে ত্রিপুরা একাডেমিকানস ফোরাম। বুধবার ফোরামের সহ-সভাপতি প্রফেসর ডঃ মধুসূদন মুড়াসিং এ ধরনের ঘটনায় গভীর উদ্যোগ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান গত ১৭ মার্চ অম্পিনগর পরীক্ষা কেন্দ্রে ককবরক পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা হরফে লিখতে পরীক্ষার্থীদের বাধ্য করা হয়েছে। তাতে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন পরীক্ষার্থীরা।

তিনি জানান পরীক্ষার্থীদের অনেকেই ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রী। স্বাভাবিকভাবেই বাংলা হরফে কক বরফ পরীক্ষা দেওয়া তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে ওঠে। বিষয়টি ফোরামের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডবমতুল সাহার নজরে এনে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় ৩-৪ এপ্রিল জি-২০'র সায়েন্স সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। আগামী ৩ ও ৪ এপ্রিল হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের কনফারেন্স হলে জি-২০'র অন্তর্ভুক্ত ২০টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে সায়েন্স সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এই দেশগুলির প্রতিনিধিদের সবদিক থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে আজ হাঁপানিয়াস্থিত মেলা প্রাঙ্গণের কনফারেন্স হলে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির উদ্যোগে ইন্সিডেন্ট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াই পুর এলাকা পরিদর্শন করলেন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। খোয়াই পুর এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ণের লক্ষ্যে আজ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি কালিশংকর ঘোষের নেতৃত্বে ও ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির আধিকারিকগণ সহ মোট ১২ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল খোয়াই পুর এলাকা পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথ শর্মা, পুর পরিষদের উপমুখ্যনির্বাহী আধিকারিক হেমন্ত ধর প্রমুখ।

পরিদর্শনকালে প্রতিনিধি দলটি পুর এলাকার পূর্ণিমা স্কুল সংলগ ডিপ টিউবওয়েল, অফিসটিলাস্থিত ডিপ টিউবওয়েল জলের উৎস, সুভাষপার্ক জীপ স্ট্যাণ্ড সংলগ স্থান, সুভাষ পার্ক বিবেকানন্দ স্ট্যাচু সংলগ রাস্তা, জেলা হাসপাতাল সংলগ নালা, দশরথদেব মেমোরিয়্যাল কলেজ সংলগ স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন শেষে পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথ শর্মা জানান, পুর এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জল প্রদান করার লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গ্রাউণ্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, সিএনজি স্টেশন থেকে লায়াপাড়া, নৃপেন চক্রবর্তী এভিনিউ ভায়া স্বপনপুরী গেষ্ট হাউস মোট ১.৫ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ, ফুটপাত ও শহর সুন্দর্যায়ণ সহ পুর এলাকায় ১ কিমি ৭০০ মিটার কভার ড্রেন নির্মাণ করা হবে। এতে ব্যয় হবে মোট ১৫ কোটি টাকা।

৮২টি গাড়ি ভাঙচুর, ৫০৪ শ্রমিক পরিবারে হামলা

সন্ত্রাস মোকাবিলায় পুলিশের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাল সিআইটিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। সন্ত্রাস মোকাবেলায় রাজ্য সরকার এবং পুলিশকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবী জানিয়েছে সি আই টি ইউ।রাজ্যে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সি আই টি ইউ।

সংগঠনের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ সংঘটিত হলেও পুলিশ মামলা নিচ্ছে না। বহু মানুষ আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বাড়িঘর ছাড়া হয়ে রয়েছেন। তাদেরকে বাড়ি করে ফিরিয়ে আনার পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবী জানিয়েছেন সি আই টি ইউর রাজ্য সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে সিআইটিইউর রাজ্য সম্পাদক প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত অভিযোগ করেন রাজ্যে এক অরাজকতার পরিবেশ কায়েম হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের উপর আঘাত আনা হচ্ছে। রাজ্যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত তথ্য তিনি তুলে ধরেন। শংকর প্রসাদ দত্ত বলেন দোসরা মার্চ দুপুর থেকেই সারা রাজ্যে সন্ত্রাস চরম আকার ধারণ করেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সিআইটিইউর রাজ্য নেতৃত্বরা। ছবি নিজস্ব।

এখনো পর্যন্ত ৭০৫টি অটো রাস্তায় নামতে পারছে না। ১৬২টি ই রিক্সা, ৩১৬ গাড়ি রাস্তায় নামতে দেওয়া হচ্ছে না। ৮২টি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে, ১৮ টি গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ৫০৪ টি শ্রমিক পরিবারের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে, ৪৩২ টি বাড়িতে লুটপাট করা হয়েছে , ৫৬ টি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আঞ্চলিক দলগুলির নেতৃত্বে কংগ্রেস ও বিজেপি বিরোধী জোট নিয়ে সংশয়

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি. স.)।। শুক্রবার কলকাতায় আসছেন কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী। ভুবনেশ্বর থেকে ফিরেই সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠক করবেন তাঁর সঙ্গে। সেখানেও কংগ্রেসকে বাইরে রেখে আঞ্চলিক দলগুলিকে সামনে রেখে বিজেপি বিরোধী জোটের কথা উঠবে।

কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আঞ্চলিক দলগুলির নেতৃত্বে এরকম জোট নিয়ে সংশয় রয়েছে নানা মহলে। নিজের রাজ্যে জোট রাজনীতি নিয়ে কুমারস্বামীর তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। গত বিধানসভা ভোটে জেডিএস কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে সরকার গড়েছিল। কিন্তু সেই জোট বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। দুই দলের মধ্যে নানা বিষয়ে গোলমাল লেগে ছিল। তার সুযোগ নিয়ে জোটে ভাঙন ধরিয়ে এমএলএ কিনে বিজেপি সরকারটাই ভেঙে দেয়। পরে তারা সরকার গড়ে। জেডিএসের অনেক বিধায়ক বিজেপিতে চলে যান।

তারপর থেকে কুমারস্বামী জানিয়ে দিয়েছেন, কর্নাটকে তাঁরা একাই লড়াই করবেন। কংগ্রেসও বলেছে, আমরা একা লড়ব। তবে কংগ্রেস এবার কর্ণাটকে জিতে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে মরিয়া।

অখিলেশ যাদবের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা হয়েছে। বিজু জনতা দলের নবীন পট্টনায়কের সঙ্গে বৃহস্পতিবার কথা হবে তৃণমূলনেত্রীর। পরের দিন তাঁর সঙ্গে বৈঠক করবেন জেডিএস নেতা কুমারস্বামী।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যে দেশের তিন প্রান্তের তিন নেতার সঙ্গে তৃণমূলনেত্রীর আলোচনা জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই আলোচনার মাধ্যমেই কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আঞ্চলিক দলগুলির নেতৃত্বে বিজেপি বিরোধী জোট হয়ে যাবে, এটা ভাবা বোধহয় বাড়াবাড়ি বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। লন্ডনে করা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর মন্তব্য এবং আদানি-কাণ্ডে যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠনের দাবি ঘিরে লোকসভায় এক অদ্ভুত অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তা নিরসনের কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১৬টি বিরোধী দল যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠনের দাবিতে এককাট্টা। সেই দলে আবার তৃণমূল নেই। তারা তাদের মতো করে সংসদের ভিতরে বাইরে লড়াই চালাচ্ছে।

বিজেপির দাবি, লন্ডনে দেশকে অপমান করার জন্য রাহুলকে ক্ষমা চাইতেই হবে। কংগ্রেসের পাল্টা দাবি, সংসদে রাহুলকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ১৬১ ◘২৩ মার্চ ২০২৩ইং ◘৮ চৈত্র ◘বৃহস্পতিবার ◘১৪২৯ বঙ্গাব্দ

কোন পথে যুব সমাজের ভবিষ্যৎ?

ওষুধের দোকান এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার গুলি অবাধে নানা অবৈধ কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছে। সরকারের হাতে ইহার নিয়ন্ত্রণ থাকিবার কথা থাকিলেও সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতেছে না সরকার ও প্রশাসন। সেই দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগাইয়া একাংশের ঔষধ ব্যবসায়ী এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর মালিকরা বেআইনী কাজকর্ম চালাইয়া যাইতেছে। চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই ঔষধের দোকান হইতে নানা ঝুঁকিপূর্ণ ঔষধ সাধারণ মানুষের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না। ঝুঁকিপূর্ণ ঔষধ সেবন করিয়া বহু প্রাণ অকালে ঝরিয়া যাইতেছে। বহু মানুষ ঔষধ সেবন করিয়া সুস্থ হইবার বদলে আরো জটিল রোগে আক্রান্ত হইতেছেন। ডায়াগনস্টিক সেন্টার গুলিতেও রোগ নির্ণয়ের অন্তরালে নানা অনিয়ম পরিলক্ষিত হইতেছে। বেআইনিভাবে ভ্রূণ নির্ধারণ সহ নানা কেলেঙ্কারি ঘটিতেছে। এ ধরনের বহু ঘটনা প্রতিনিয়ত নজরে আসিতেছে। অতি সম্প্রতি যৌনক্ষমতা বর্ধক ট্যাবলেট খাইয়া এমন মর্মান্তিক পরিণতি নাগপুরের এক যুবকের। হোটেলে বান্ধবীকে নিয়া গিয়াছিলেন নিজেদের মতো করিয়া সময় কাটাইবেন বলিয়া। একটা সময় উদ্দাম যৌনতার নেশা চাপিয়া বসে যুবকের মাথায়। মদ্যপানের পাশাপাশি ৫০ মিলিগ্রাম ডোজের দুটি ভায়াগ্রা ট্যাবলেট খাইয়া ফেলেন তিনি।যৌনক্ষমতা বর্ধক ট্যাবলেট খাইয়া অকালে প্রাণ হারাইলেন যুবক! চিকিতসকরা জানাইয়াছেন সেরিব্রোভাস্কুলার হ্যামারেজ হইয়া যাওয়ার কারণেই প্রাণ হারাইয়াছেন তিনি। সেই সঙ্গে চিকিতসকরা এটাও জানাইয়াছেন যে প্রেসক্রিপশন ছাড়া এই ধরনের উত্তেজক ওষুধ কখনই খাওয়া উচিত নয়। যাহাদের শরীরে উচ্চ রক্তচাপ জনিত সমস্যা রহিয়াছে, তাঁহাদের ক্ষেত্রে ডোজ বেশি হইয়া গেলে মাথায় অক্সিজেন কম পৌঁছাইতে পারে। হইতে পারে হার্ট অ্যাটাক। তাই চিকিতসকদের সাবধানবাণী প্রেসক্রিপশন ছাড়া এমন ট্যাবলেট কখনই খাওয়া উচিত নয়।তবে চিকিতসকদের সাবধানবাণী উপেক্ষা করিয়াই এই ধরনের ভায়াগ্রা দেদার বিক্রি হইতেছে দেশজুড়িয়া। এছাড়া ব্যথা কমানোর জন্য রোগীদের শরীরের অবস্থা বুঝিয়া চিকিতসকরা স্টেরয়েড মেডিসিন নিতে বলেন। কিন্তু গ্রামেগঞ্জে মুড়ি-মুরকির মতো এগুলি বিক্রি হইতে দেখা যায়। প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ওষুধের দোকানগুলি তাহা বিক্রি করিয়া থাকে। এর ফলে সবার অজান্তে শরীরের বাঁধিতেছে রোগের বাসা। নাগপুরের ওই যুবকের এমন মর্মান্তিক পরিণতি হইয়াছে বলিয়াই বিষয়টি নিয়া চর্চা শুরু হইয়াছে। তবে এটা আজ আর নতুন কোনও বিষয় নয়। যৌনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তরুণ থেকে প্রৌঢ়, এমনকী বৃদ্ধদের একাংশ পর্যন্ত ভায়াগ্রার মতো ট্যাবলেট নিয়মিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কেউ হয়ত মারা যাইতেছেন না, কিন্তু শরীরে এগুলির জন্য কোন কোন রোগ উঁকি মারিতেছে সেটা জানিতে পারিছেন না তাঁহারা। যখন জানিতে পারবেন তখন কিন্তু দেরি হইয়া যাইবে। আসলে ভারতে এ বিষয়ে খাতায় কলমে কড়া আইন থাকিলেও বাস্তবে তাহার প্রয়োগ হয় না বলিলেই চলে। স্থানীয় প্রশাসন এক্ষেত্রে নীরব দর্শক হইয়া বসিয়া থাকে। আর একশ্রেণির ব্যবসায়ী মুনাফা লোটার জন্য আইন কানুনের তোয়াক্কা না করিয়া প্রেসক্রিপশন ছাড়াই বিক্রি করিয়া চলিয়াছেন ভায়াগ্রার মতো ট্যাবলেট। নাগপুরের ঘটনার পর হয়ত এ বিষয়ে একটু লোকদেখানো ততপরতা বাড়াইবে প্রশাসন। তাহার পর সব কিছু আগের মতোই হইয়া যাইবে। তাই মানুষ সচেতন না হইলে এইভাবে জীবনের ঝুঁকি কিন্তু থাকিয়াই যাইতেছে।

হাওড়ায় কারখানায় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে জখম ৬ শ্রমিক

হাওড়া, ২২ মার্চ (হি. স.) : হাওড়ার মালিপাঁচঘরায় একটি কারখানায় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে জখম ৬ শ্রমিক। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। জখম শ্রমিকদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে মালিপাঁচঘরা থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়ার মালিপাঁচঘরা থানার ঘুসুড়ি এলাকায় একটি কারখানায় বিকট শব্দে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে যায় বুধবার সকালে। বিস্ফোরণের শব্দের অভিঘাতে এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন আহত হয়েছেন ৬ জন শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে দুজনের আঘাত গুরুতর। প্রথমে আহত ৬ জনকে টি এল জয়সওয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দুজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় হাওড়ায় জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মালিপাঁচঘরা থানার পুলিশ গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শুরু করে। স্থানীয়রা জানান, ওই কারখানায় লোহা কাটার কাজ হত। এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। সেই সময় শ্রমিকরা কাজ করছিলেন। আহত শ্রমিকদের মধ্যে একজনের পা কেটে যায়। আরও একজনের কোমরে গুরুতর আঘাত হয়েছে। এই ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনও গাফিলতি ছিল কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ভারতের ৫জি রোলআউট বিশ্বের দ্রুততমগুলির মধ্যে একটি : অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.): ভারতের ৫জি রোলআউট বিশ্বের মধ্যে দ্রুততম এবং মাত্র ৬ মাসের অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের ১,১৫,০০০ সাইট রয়েছে যা ৫জি সংকেত বিকিরণ করে। বললেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেছেন, কয়েক বছর আগেও একটি টেলিকম টাওয়ারের পারমিট পেতে ২২০ দিন সময় লাগত, কিন্তু এখন মাত্র ৭ দিন লাগে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার নতুন দিল্লিতে নতুন আন্তর্জাতিক টেলি যোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর এরিয়া অফিস এবং উদ্ভাবনী কেন্দ্রের সূচনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানেই কেন্দ্রীয় যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো জটিল সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম। তিনি বলেন, ভারত এখন টেলিকম যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি রফতানিকারক দেশ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে।

শপথের পর বায়রনকে পদ্মের ফুল, ফের আঁতাঁতের অভিযোগ

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি. স.) : শপথ নিতে যাওয়ার পথেই সাগরদিঘি উপনির্বাচনে জয়ী কংগ্রেস প্রার্থী বায়রন বিশ্বাসকে গ্রেফতারির দাবি জানানো হয়েছিল তৃণমূলের তরফে। শেষ পর্যন্ত বুধবার দুপুরে বায়রনের শপথ নির্বিঘ্নেই মেটে। সেখানেও তাঁকে বিপি-র তরফে সম্বর্ধনায় ফের আঁতাতের অভিযোগ ওঠে।শপথের আগেই বিতর্কে জড়ান সাগরদিঘির কংগ্রেস বিধায়ক। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সঞ্জয় জৈনকে গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে তাঁকে অবিলম্বে গ্রেফতারির দাবি জানান তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ।বিতর্কের মধ্যেই বিধানসভায় বিধায়ক পদে তিনি শপথ নেন। বিধানসভার নৌসার আলি কক্ষে কংগ্রেস বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করান স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শাসকদলের তরফে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু। তাৎপর্যপূর্ণভাবে শাসকদলের তরফে পরিষদীয় মন্ত্রী, বিধানসভার দলনেতা বা মুখ্য সচেতকরা শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। বিজেপির বেশ কয়েকজন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের তরফে উপস্থিত ছিলেন দুই প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মিত্র, নেপাল মাহাতো।

হে প্রতিবন্ধী নারী, আমরাও পারি

নারী দুর্বল! নারী অবলা! তাই নারী পারবে না। এই শুনতে শুনতে বেড়ে ওঠা, আমরা প্রতিবন্ধী নারীরা সাধারণ নারীর চেয়েও দুর্বল এবং অসহায় হয়ে পড়ি। ***সাবরিনা সুলতানা***

আমাদের কণ্ঠস্বর কেবলই রুদ্ধ করে রাখা হয়। আমাদের চিৎকারে কানে তুলো গুজে রাখে পরিবার তথা সমাজ। আমাদের সবকিছুতেই কেবলি 'না' 'না' 'না' আর না।

শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা, বন্ধুত্ব- সামাজিক মেলামেশা সকল ক্ষেত্রেই না। জীবিকার তাগিদে শহরের বাইরে অথবা দূরে কোথাও যেতে চাইলে— ভাই/চাচা/মামা সাথে যাবে, নচেৎ যেও না। নিরাপত্তার অজুহাতে পুরুষতান্ত্রিক পরিবার বারে বারে 'না' সূচক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় নারীর ওপর। সবক্ষেত্রেই বাধা। ফলে নারীর স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার পথ অতটা সহজ নয়। নারীর বেলায় যেমন শত হাজারও 'না', প্রতিবন্ধী নারীর বেলায় সেই 'না' আরও শতেক হাজারগুণ মাত্রায় চাপানো হয়।

নারী দুর্বল! নারী অবলা! তাই নারী পারবে না। এই শুনতে শুনতে বেড়ে ওঠা, আমরা প্রতিবন্ধী নারীরা সাধারণ নারীর চেয়েও দুর্বল এবং অসহায় হয়ে পড়ি। এই দুর্বল অসহায়ত্ব ক্রমশই যেন আমাদের মেরুদণ্ডহীন করে তুলছে! কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো আমাদের প্রতি পরিবেশগত এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিগত বাধা কেন মানসিক শক্তি অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে?

অসীম মনোবলের অধিকারী গুটিকয় প্রতিবন্ধী নারী এই 'না'-কে উপেক্ষা করে বের হয়ে আসতে চান। কিন্তু সংখ্যায় তা অত্যন্ত নগণ্য এবং উদ্বেগজনক।

বহুযুগের পুরনো ক্রীতদাসদের অবস্থা মনে পড়ছে--- দীর্ঘদিন প্রভুর অধীনে থাকতে থাকতে বদ্ধমূল ধারণার ছাপ পড়ে যেত মননে-মগজে; যেন নিজস্ব চিন্তা-চেতনা-স্বপ্ন বলে কিছু থাকতে নেই। ইচ্ছে নেই। অধিকার নেই। নিজ থেকে কিছুই করার নেই জীবনে। একটা সময় তারা ভাবতে শুরু করতেন, প্রভুর অধীন থেকে বেরিয়ে নিজ পায়ে ভর করে চলতে পারাই সম্ভব নয় কখনো। তারচেয়ে এই বেশ ভালো আছি! 'পরনির্ভরশীলতাই আমার ধর্ম' এই হয়ে যেত তাদের নীতি। ধীরে ধীরে এই পরনির্ভরশীলতার এক চরম পর্যায়ে গিয়ে তাদের মনেই থাকত না স্বাধীনভাবেও বেঁচে থাকা যায়। নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়া যায়। প্রভুর চোখে চোখ রেখেই পৃথিবীর মাটিতে বীরদর্পে ঘুরে বেড়ানো যায়— কিন্তু কিছু ক্রীতদাস মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন বলেই দাসপ্রথা ঘুচেছে এককালে। এরপর সমাজকে পাত্তা না দিয়ে নারীরাও দীর্ঘ সময়ের আন্দোলন-সংগ্রামে খানিকটা এগিয়েছেন। ভুলে গেলে চলবে না, সৃষ্টির আদি পেশা কৃষিকাজের সূচনা হয় নারীর হাত ধরেই। প্রথম কৃষিসমাজ গড়ে ওঠে নারীর সুগঠিত নেতৃত্বে। কিন্তু আমরা কী ভাবছি, কোথায় আছি আমরা প্রতিবন্ধী নারীরা? আদতেই কি আমরা দুর্বল?

আমাদের শারীরিক সীমাবদ্ধতা শিক্ষিত হয়ে ওঠার এবং স্বাধীন জীবনযাপন চর্চার জন্য নিশ্চয়ই বাধা হতে পারে না। আমাদের মনের গহীনে নিজেদের জন্যেও কিছু চাহিদা রয়েছে। পরিবারের বোঝা হয়ে থাকতে নিশ্চয়ই আমাদের কারোরই ইচ্ছে নেই! নানা রঙের ইচ্ছেগুলো ডাল-পালা মেলে দেয়। তবুও আমরা দমিয়ে রাখি। মনে মনে অনেক কিছুই ভাবি এবং বলি। কিন্তু বাবা-মা পরিবার তথা সমাজে প্রকাশ্যে বলতে কীসের এত দ্বিধা- সংকোচ আমাদের!

সিদ্ধান্ত গ্রহণের চর্চা

ক্ষমতায়ন। ছোট্ট এক শব্দের হলেও এর শক্তি সীমাহীন। এটি আসলে একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় নারী তার নিজের জীবনের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পেশা নির্বাচন, পরিবার গঠনসহ সবক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে সমাজে এবং পরিবারের শিক্ষা, কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন, নেতৃত্ব, প্রতিনিধিত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের চর্চা, পরিবার গঠন, সামাজিক- সাংস্কৃতিক মেলামেশায় কোথাও আমাদের অবস্থান নেই। এ কথা সত্য নারীকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল ও হীন করে দেখার মানসিকতা আজও বদলায়নি। ফলে এখনো আমরা দেখতে পাই, অবলীলায় নারীর প্রতি চরম অবমাননাকর ও অশালীন বক্তব্য দিতে দ্বিধা করছেন না অনেকেই। এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে আমাদেরই নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জিত হলে পরিবার ও সমাজ এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে বাধ্য। পরিবার যদি তার ছেলে সন্তানকে শিশুকাল থেকেই নারীর প্রতি সম্মান করার গুরুত্ব বিষয়ে শিক্ষা দেয়, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নারীকে সম্মান করতে শিখবে। বিদ্যায়তনে, কর্মক্ষেত্রে এবং রাস্তাঘাটে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতের পথে আমরা অগ্রসর হবো।

নারীর ক্ষমতায়ন আজ মুখে মুখে। নারীর আজকের এই অবস্থান তাদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল। নারীর নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার চর্চায় মিলেছে তাদের মুক্তি। কিন্তু এই মুক্তি এত সহজে মেলেনি। একদা নারীর দুর্বল হওয়ার দুর্নাম তাদেরকেই কাটাতে হয়েছে। পুরুষতন্ত্র কর্তৃক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার প্রবল প্রবণতাকে অস্বীকার করে নারীরা সংঘবদ্ধ হয়েছে। সংগঠিতভাবে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। নারী প্রমাণ করেছে একতাবদ্ধ নারী পুরুষের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী। নিজের সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণের স্বাধীনতা পেয়েছে আন্দোলন বাদ-প্রতিবাদের মাধ্যমে।

সমঅধিকার ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের দাবিতে এক সময়ে নারী আন্দোলন যে কারণে শুরু হয়েছিল; ঠিক একই কারণে আমাদের প্রতিবন্ধী নারীদের সংঘবদ্ধ হওয়া জরুরি। করুণা নয়, আত্মমর্যাদার খোঁজে অহংবোধ নিয়ে সামাজিক মর্যাদাপূর্ণ জীবনের খোঁজে নামতে হবে আমাদের। এর জন্য কিছু বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক. শিক্ষার্জন। দুই. অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। তিন. স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন। চার. রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। কিন্তু সবার আগে যেটি জরুরি তা হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের চর্চা।

শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষার মাধ্যমেই আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব এবং সর্বোপরি জরুরি নিজের সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণের চর্চা। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের চর্চা আমাকে আমার পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে। কেউ এসে সাহস অথবা শক্তি সঞ্চয় করিয়ে দিয়ে যাবে না। নিজের শক্তিতে নিজেকেই উঠে দাঁড়াতে হবে। সমাজের প্রচলিত প্রথাকে ভেঙে অধিকার আদায়ের চেতনায় উদ্দিপ্ত হয়ে আমাদের সংগঠিত হতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন অনেক অনেক বেশি সাহসী ও লড়াকু মনোভাব।

পরিবার গঠন ও স্বাস্থ্য

ছোটবেলা থেকে আমাদের চিন্তায় মননে গেঁথে দেয় পরিবার তথা সমাজ--- তুমি স্বাভাবিক নও। সুতরাং সমাজের অন্য দশটা কিশোরী মেয়ের মতোন প্রেম/ভালোবাসা/বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে ভাবনা বহুদূরের কথা বিপরীত লিঙ্গের কারও দিকে ভুলেও নজর দিও না। কারণ তুমি স্বাভাবিক নও। ওসব তোমার জন্য নয়। বিয়ে তথা পরিবার গঠনের স্বপ্ন মহাপাপ আমাদের জন্য।

উঠতে বসতে এসব উপদেশ শুনে বেড়ে উঠতে গিয়ে নারী ধরেই নেয় প্রতিবন্ধিতা যার বর্তমান অবস্থা তার আবার পরিবার গঠন কীসের। তার যেন মন নেই। ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার নেই। জীবনসঙ্গীর হাত ধরে নিজের জগতটিকে সাজিয়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা নেই। তার যেনবা যৌন চাহিদাও থাকতে নেই। এহেন মানসিকতা নিয়েই বেড়ে উঠি আমরা বেশিরভাগই।

আমি এখনো অনেকের মানসিকতায় অনুভব করি প্রতিবন্ধী নারীর বিয়ের কথা ভাবাও যেন মহাপাপ। নারী- পুরুষের স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদাগুলো বা খোলামেলাই বলি প্রতিবন্ধী মানুষের কথা বলতে গিয়ে আমরাই অনেকে আড়ষ্ট হয়ে পড়ি। যেন বড় কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছি। চুরি- ডাকাতি করে ফেলেছি। আমার প্রশ্ন, কেন আমরা অস্বস্তিবোধ করি এ বিষয়ে কথা বলতে?

মুরুব্বী গোছের বড় মানুষেরা চোখ পাকিয়ে তাকাবেন হয়তো, মেয়ে বেশি পাকনা হয়ে গিয়েছে এই ভেবে। কিন্তু এই ভাবনা যেকোনো অপ্রতিবন্ধী মানুষের জন্য যেমন স্বাভাবিক তেমনি, প্রতিবন্ধী নারী ও পুরুষের বেলাতেও পরিবার গঠন বা একজন জীবনসঙ্গীর স্বপ্ন দেখা একেবারেই স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া।

অনেকেই মনে করেন, প্রতিবন্ধী নারী সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম। অনেকে ভয়ে থাকেন প্রতিবন্ধী নারীর গর্ভের সন্তান প্রতিবন্ধী শিশু হয়েই জন্ম নেবে। কোনো পরিবারে প্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম নিলে অনাগত সন্তান ধারণ নিয়েও অনেকে আশঙ্কায় ভোগেন। প্রতিবন্ধী ভাই বা বোনের প্রতিবন্ধিতা নিয়ে তারই অপ্রতিবন্ধী ভাই বোনের বিয়েকে কেন্দ্র করে নানা জটিলতা তৈরি হয় স্বজনদের মধ্যে। কিন্তু এই সমস্ত ধারণাই সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নয়। অন্যদিকে, অপ্রতিবন্ধী পুরুষের বহনকৃত জেনেটিক্যাল কারণেও অপ্রতিবন্ধী নারীর গর্ভে প্রতিবন্ধী সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বরাবরই সমাজ নারীকেই অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। গর্ভধারণের সাথে প্রতিবন্ধিতার কোনো সম্পর্ক নেই। দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক যেকোনো কারণেই প্রতিবন্ধিতা বরণ করতে পারেন যেকোনো শিশু বা মানুষ। অর্থাৎ প্রতিবন্ধী নারীও অপ্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম দিতে পারে। চারদিকে ঋতুকালীন পরিচর্যা এবং স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। অথচ আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী কিশোরী ও নারীর ঋতু ব্যবস্থাপনা ও প্রজনন-স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কোনো আলোচনা, প্রশিক্ষণ-উদ্যোগ নেই। সন্তানসম্ভবা প্রতিবন্ধী নারীর প্রজননস্বাস্থ্য সেবায় হাসপাতালগুলোর অব্যবস্থাপনার দিকে নজর দেওয়ার কেউ নেই। স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নীরিক্ষা সংক্রান্ত জটিলতা বা প্রবেশগম্য টয়লেটের অপ্রতুলতা ইত্যাদি শতেক আহাজারিতেও কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙায় কার সাধ্যি!

অসচেতনতা এবং সঠিক শিক্ষা ও ধারণার অভাবে প্রান্তিক পর্যায়ের কিশোরী ও নারীদের ঋতুকালীন ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় রয়েছে। আমাদের মধ্যে যারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা, পোশাক পরিধান এবং টয়লেট ব্যবহার করতে পারেন না বা সমস্যার মুখোমুখি যারা, বিশেষত এদের মধ্যে আরও বৈষম্যপীড়িত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী নারী, মস্তিষ্ক পক্ষাঘাত প্রতিবন্ধী নারী, মাস্কুলার ডিস্ট্রফি প্রতিবন্ধী নারী, অটিস্টিক নারী, মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী নারী, ডাউনসিন্ড্রোম নারীদের ঋতুকালীন পরিচর্যা এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য অধিকার, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য, পরিচ্ছন্ন থাকার পদ্ধতি বিষয়ে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র এখনো বিবেচনাহীন অবস্থানে রয়েছে।

একজন নারী তার ব্যক্তিসত্ত্বা ব্যতীতও কখনো মেয়ে, স্ত্রী, কখনো মা হিসেবে জীবনের ধাপগুলো পার করেন। কিন্তু অসচেতন এই সমাজ একজন প্রতিবন্ধী নারীর নারীত্বকে স্বীকার করতে চায় না। ভুল করেও তাকে বিবাহযোগ্য ভাবতে পারে না। এখানে প্রতিবন্ধিতাই তার সবচেয়ে বড় অক্ষমতা হিসেবে গণ্য হয়। সেদিক থেকে প্রতিবন্ধী পুরুষদের এহেন প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন তেমন একটা হতে হয় না। বিয়ের ব্যাপারে প্রতিবন্ধী নারীদের ক্ষেত্রেই এই নেতিবাচক মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব কাজ করে এবং বেশিরভাগের মধ্যেই পারিবারিক ও সামাজিক নেতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেকের ধারণা, প্রতিবন্ধিতা তাদের ভাগ্যের ফল, যা থেকে পরিত্রাণ লাভের কোনো উপায় নাই। অন্যদিকে যদি কোনো বিবাহিত প্রতিবন্ধী নারী তার প্রতিবন্ধিতার কারণে গৃহস্থালীর কাজ বা তার ওপর অর্পিত পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন অথবা অনেক স্বামী আবেগীয় কারণে প্রতিবন্ধিতার বিষয়টি মেনে নিলেও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে চারিপাশের প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করে কোনোরূপ সাহায্য করতে পারেন না। অথবা বাস্তব পরিস্থিতির (সামাজিক ও দৃষ্টিভঙ্গীগত বাধা) কাছে হার মেনে নেয়। কোনো ক্ষেত্রে কয়েক বছরের ব্যবধানেই দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে। কিছু ক্ষেত্রে আবার প্রতিবন্ধী মেয়েকে শুধু যৌতুকের লোভে বিয়ে করার উদাহরণও রয়েছে। পরবর্তীতে অযৌক্তিক কারণ দেখিয়ে যৌতুকের সমস্ত সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে।

এত শত প্রতিকূলতার মধ্যেও কিছু ব্যতিক্রমী উদাহরণ তো রয়েছেই! যারা একে অপরের বিশ্বাসে-ভালোবাসায় হাতে হাত রেখে পার করে দিচ্ছেন আজীবন। ভুলে গেলে চলবে না পরিবার গঠন আমাদের অধিকার। আমরা কেবল মনে মনে স্বপ্ন দেখব না। জীবনসঙ্গীর হাত ধরে ঘর বাধার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাব। সমাজের সমস্ত নেতিবাচক ধারণা ভাঙতে আমাদের প্রতিবন্ধী মানুষদেরই শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। পরিবর্তন আসবেই।

প্রসঙ্গ নির্যাতন জন্মলগ্ন থেকেই সমাজে প্রতিবন্ধী নারীদের আলাদা দৃষ্টিতে দেখা হয়। ফলে শহর বা গ্রামে হোক, প্রতিবন্ধী নারীরা মূলত তিনটি ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হন। এক. নারী হিসেবে, দুই. প্রতিবন্ধী নারী হিসেবে এবং তিন. দারিদ্র্যের কষাঘাতে। যার সাথে যুক্ত হয় কুসংস্কার ও বৈষম্যমূলক নীতির নির্যাতন। এ সমাজে প্রতিবন্ধী নারীরা প্রতিনিয়ত চরম উপেক্ষা, বৈষম্য ও বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। বিশেষত শ্রবণ প্রতিবন্ধী নারী, শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারী এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও মনোসামাজিক প্রতিবন্ধী নারীদের ওপর যৌন নির্যাতনের অধিকাংশ ঘটনাই জনসমক্ষে আনতে চান না খোদ তাদের পরিবারই। নগণ্য কিছু ঘটনার মামলা হলেও নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইনগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব না হওয়ায় এবং আইনের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মামলাগুলোর নিষ্পত্তি হয় না। থানা আদালতগুলোতে সরকারিভাবে নিয়োগ নেই বাংলা ইশারা ভাষা দোভাষীদের। বাংলা ইশারা ভাষা দোভাষী প্রশিক্ষণের উদ্যোগে নীরব ভূমিকায় রাষ্ট্র। ফলে যে সমস্ত শ্রবণ প্রতিবন্ধী নারীর পরিবার বিচার-ব্যবস্থায় আসতে চান দোভাষীর অভাবে তাদের ভাগ্যে সুবিচার মেলে না। অন্যদিকে নির্যাতনের শিকার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারীদের সাক্ষ্য আদালত কর্তৃক গৃহীত হয় না। বাংলাদেশে বছরে কতজন প্রতিবন্ধী নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয় তার সঠিক পরিসংখ্যানও নেই সরকারি-বেসরকারি কোনো সংস্থার কাছে।

নারীর ক্ষমতায়নে শীর্ষে, অথচ প্রতিবন্ধী নারী অনুপস্থিত

নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলোতে প্রতিবন্ধী নারীর অনুপস্থিতি নিন্দনীয়। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সরকার সাধারণ নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও প্রতিবন্ধী নারীদের ইতিবাচক উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, উদ্যোক্তা তৈরি, ঋণ প্রদান, প্রশিক্ষণ, নারী নির্যাতন বা যৌন সহিংসতা প্রতিরোধ এসব ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপ লক্ষণীয়। তবে একই প্রাসঙ্গিকতায় প্রতিবন্ধী নারীদের বিষয়টি গৌণ। বরং প্রতিবন্ধী নারীরা সাধারণ মৌলিক অধিকার থেকেও হচ্ছে বঞ্চিত। এ ছাড়া সরকারি বা বেসরকারি নিয়োগ, প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যাভিত্তিক তথ্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জরিপ প্রতিবেদনে নিয়মিত পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে প্রতিবন্ধী নারীদের বিষয়ে তেমন কোনো তথ্য নেই। উপরন্তু তথ্যের খোঁজ চাইলে সরকারি দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা হিমশিম খেয়ে যান। স্থানীয় সরকারে সাধারণ নারীরা নির্বাচিত হলেও প্রতিবন্ধী নারীর অংশগ্রহণ- সংক্রান্ত তথ্য নির্বাচন কমিশন বা স্থানীয় সরকার কারও কাছেই নেই। অর্থাৎ সরকারের তথ্যভাণ্ডারে প্রতিবন্ধী নারীরা প্রায় অদৃশ্য। এই সংখ্যাতাত্ত্বিক অবহেলা সমাজের প্রচলিত সেবা বা কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতার অভাব। সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অবকাঠামোগত বাধা এ দুয়ে মিলে প্রতিবন্ধী নারীর বৈষম্যপীড়িত অবস্থানকে আরও বেশি ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। অনুৎসাহিত করছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে সম-অংশগ্রহণে।

এসডিজি লক্ষ্য ৫ নারীর সমঅধিকার তথা ক্ষমতায়ন চর্চাসহ নানা বিষয় উঠে এসেছে। বাংলাদেশ সরকার এসডিজি অর্জনে কাজ শুরু করার পর আমরা আশা করেছিলাম, সরকার প্রতিবন্ধী নারীদের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে তথ্য সংরক্ষণ, উপাত্ত বিনিময় এবং তা বিশ্লেষণ করেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ায় ক্রমান্বয়ে সামাজিক নিরাপত্তা খাতই হয়ে উঠছে প্রতিবন্ধী নারীর শেষ গন্তব্য।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরকার বছর বছর সামাজিক নিরাপত্তা খাতে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে এবং আওতা বাড়াচ্ছে। প্রশ্ন এসেই যায়, তাহলে কী শুধু সামাজিক নিরাপত্তা খাতই প্রতিবন্ধী মানুষের মুক্তির সমাধান? এ কারণেই কী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং প্রবেশগম্যতাসহ নানাক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব, ক্ষমতায়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে প্রতিবন্ধী নারীর বৈষম্যের প্রকটতা লক্ষণীয়! প্রতিবন্ধী নারীর বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘসহ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিরবতায় আমরা বিস্মিত!

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী নারীদের ক্ষমতায়ন বা অগ্রগতির অবস্থা পরিমাপের জন্য প্রচলিত সূচকসমূহে নারীর পাশাপাশি প্রতিবন্ধী নারীর সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপস্থাপন প্রয়োজন। এজন্য সরকারকে আরও বেশি চাপ প্রয়োগে উদ্যোগী হওয়া দরকার। নতুবা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে ক্ষমতা ও সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী নারীর বাধাহীন পূর্ণ অংশগ্রহণ ছাড়া চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ইতিবাচক পরিবর্তন দৃশ্যমান হবে না। দীর্ঘ ৫০ বছরের আন্দোলন- সংগ্রামের ফলে আজ জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনসহ প্রশাসন, আইন- শৃঙ্খলা ও বিচার বিভাগে নারীর পদচারণা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই জায়গাগুলোতে প্রতিবন্ধী নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পরিবেশ তৈরি হয়নি। সরকার গৃহীত লিঙ্গ সংবেদনশীল বাজেটে প্রতিবন্ধী নারীর জন্য বরাদ্দ প্রসঙ্গে অবহেলা কীসের? আমাদের কতদিন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সীমাবদ্ধ রাখা হবে? প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার বিষয়ক সর্বোপরি নারী বিষয়ক সরকারি এবং বেসরকারি নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের যেকোনো সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণেও আমাদের যথাযথ অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এখন সময়ের দাবি। প্রতিবন্ধী নারীর বিষয়টি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা অধিদফতর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার গৃহীত সকল কর্মসূচি ও সুযোগ সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত করা না হলে অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়।

> **অনেকেই মনে করেন, প্রতিবন্ধী নারী সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম। অনেকে ভয়ে থাকেন প্রতিবন্ধী নারীর গর্ভের সন্তান প্রতিবন্ধী শিশু হয়েই জন্ম নেবে। কোনো পরিবারে প্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম নিলে অনাগত সন্তান ধারণ নিয়েও অনেকে আশঙ্কায় ভোগেন। প্রতিবন্ধী ভাই বা বোনের প্রতিবন্ধিতা নিয়ে তারই অপ্রতিবন্ধী ভাই বোনের বিয়েকে কেন্দ্র করে নানা জটিলতা তৈরি হয় স্বজনদের মধ্যে। কিন্তু এই সমস্ত ধারণাই সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নয়।**

ভুটান-বাংলাদেশ ট্রানজিট চুক্তি সই,সহজ হবে উভয় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ২২।। বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি জানিয়েছেন, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করতে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে ট্রানজিট চুক্তি সই হলো। তিনি বলেন, এই যুগান্তকারী চুক্তির ফলে উভয় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য আরও সহজতর হবে।

বুধবার (২২ মার্চ) ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে 'এগ্রিমেন্ট অন দ্য মুভমেন্ট অব ট্রাফিক ইন ট্রানজিট অ্যান্ড প্রটোকল' এই শিরোনামে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি সই হয়। চুক্তি সই অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী এ কথা জানান। অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তব্যে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, যুগান্তকারী এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য আরও সহজতর হওয়ার পাশাপাশি বাণিজ্য সম্পর্ক নতুন মাত্রা পাবে। এছাড়া সই করা চুক্তি দেশের জন্য কুটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সংযোগ এবং কৌশলগত সুবিধা বয়ে আনবে বলেও জানান তিনি। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ আন্ত:যোগাযোগ বৃদ্ধি ও আঞ্চলিক ভ্যালু চেইন সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে চায়। এর অংশ হিসেবে চারিদিকে স্থলভাগ বেষ্টিত ভুটানকে বাংলাদেশ ট্রানজিট চুক্তির আওতায় বিমান, রেল, স্থল, নৌবন্দর ও সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করছে। এ চুক্তির ফলে উভয় দেশের কুটনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক যোগাযোগে ব্যাপক প্রসার ঘটবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ভুটানের পণ্য রপ্তানি ও আমদানি করলে বাংলাদেশ বিভিন্ন ফি এবং চার্জ লাভ করবে। এছাড়া অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটবে। ট্রানজিট এগ্রিমেন্ট বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরসমূহ অধিকতর কর্মক্ষম হবে এবং রাজস্ব আয় বাড়বে। অধিকন্তু কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ বন্দরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে তিনি গর্বিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তির প্রাক্কালে ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ায় তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং বাংলাদেশ ভুটানের নিবিড় বন্ধুত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দ্বিপক্ষীয় এই সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করতে উভয় রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। টিপু মুনশি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে গত এক দশকে অর্থ-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য-শিক্ষা এবং যোগাযোগ ও অবকাঠামোসহ সকল খাতে অসাধারণ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৫তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে রুপান্তরিত হয়েছে, পরিচিতি পেয়েছে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে।

চুক্তি সইয়ের সময় ভুটানের শিল্প বাণিজ্য কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব দাশ তাশি ওমাং এবং জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য সম্পদ বিষয়ক সচিব জনাব দাশ কর্মা শেরিং, ভুটান চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর সভাপতি এবং ভুটানের বিভিন্ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকরাসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

৭৮,৮০০ কোটি টাকার বাজেট পেশ করলেন কৈলাশ, বললেন সুন্দর এবং আধুনিক দিল্লিকে উৎসর্গ

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.): দিল্লির বাজেট পেশ করলেন সে রাজ্যের নতুন অর্থমন্ত্রী কৈলাশ গেহলট। বুধবার দিল্লি বিধানসভায় দিল্লি সরকারের নবম বাজেট পেশ করলেন দিল্লির অর্থমন্ত্রী কৈলাশ গেহলট। ৭৮,৮০০ কোটির বাজেট পেশ করে কৈলাশ গেহলট বলেছেন, এই বাজেট পরিচ্ছন্ন, সুন্দর এবং আধুনিক দিল্লিকে উৎসর্গ করা হয়েছে। বাজেট পেশ করার সময় দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় ধৃত মনীশ সিসোদিয়াকে স্মরণ করেছেন কৈলাশ গেহলট। সিসোদিয়াকে দাদা আখ্যা দিয়ে কৈলাশ বলেছেন, 'মনীশ সিসোদিয়া এই বাজেট পেশ করলে আমি আরও বেশি খুশি হতাম, তিনি আমার বড় ভাই। আমি নিশ্চিত সমগ্র বিশ্বের শিশুদের শুভেচ্ছা মণীশ সিসোদিয়ার সঙ্গে রয়েছে। এটি দিল্লি সরকারের নবম বাজেট এবং আমার প্রথম।'

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৭৮,৮০০ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন কৈলাশ গেহলট। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে দিল্লি সরকারের বাজেটের আকার ছিল ৭৫,৮০০ কোটি টাকা এবং তার আগের বছরে ৬৯,০০০ কোটি টাকা। কৈলাশ গেহলট এদিন বলেছেন, 'দিল্লি মেট্রোর নেটওয়ার্ক ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে দ্বিগুণ হয়েছে। বর্তমানে বাসের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭,৩৭৯, যা সর্বোচ্চ। এখন দিল্লিকে তিরঙ্গার শহর বানিয়েছে সরকার। আসন্ন বাজেট দিল্লির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা জি-২০ আয়োজন করছি। তাই এই বাজেট একটি পরিষ্কার, সুন্দর এবং আধুনিক দিল্লিকে উৎসর্গ করা হয়েছে।'

মোদী বিরোধী পোস্টারে ছয়লাপ দিল্লি! রাতারাতি সরিয়ে দিল পুলিশ, ৩৬টি এফআইআর রুজু

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে উপর্যুপরি পোস্টারে ছয়লাপ হয়ে গেল রাজধানী দিল্লি। যদিও, তড়িঘড়ি সমস্ত পোস্টার সরিয়ে দিয়েছে দিল্লি পুলিশ। শহরের নানা প্রান্ত থেকে অন্তত ২০০০ পোস্টার সরিয়ে ফেলেছে পুলিশ। সেই সঙ্গে এই পোস্টার সংক্রান্ত ঘটনায় শুরু হয়েছে ধরপাকড়ও।

এখনও পর্যন্ত রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিরোধী পোস্টার তৈরির অভিযোগে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ১০০টিরও বেশি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, তার মধ্যে ৩৬টি এফআইআর প্রধানমন্ত্রীর পোস্টারের সঙ্গে সম্পর্কিত। পুলিশ যাঁদের গ্রেফতার করেছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দু'টি ছাপাখানার মালিকও। তাঁদের সংস্থা থেকেই ওই বিতর্কিত পোস্টার ছাপা হয়েছিল বলে অভিযোগ। স্পেশাল সিপি দীপেন্দ্র পাঠক বলেছেন, একটি ট্রাককে আটক করা হয়েছে, ওই ট্রাকটি আম আদমি পার্টির অফিস থেকে বেরিয়েছিল। কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ডিএ আন্দোলনকারীদের তোপ তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি. স.) : "পাতে পোলাও আছে, তাও ঘিয়ের জন্য ঘেউ ঘেউ করছে একদল।" এই ভাষাতেই বকেয়া ডিএ'র দাবিতে সরকারি চাকরিজীবীদের আক্রমণ করলেন তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। আন্দোলন জারি রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই মুহূর্তে দাবি পূরণ অসম্ভব। এরই মাঝে বকেয়া ডিএ'র দাবিতে আন্দোলনকে একে বারেই ভাল ভাবে নিচ্ছে না রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী-সহ একাধিক মন্ত্রীর বক্তব্যে তা স্পষ্ট। এদিকে নিজেদের অবস্থান থেকে এক বিন্দু সরতে অনড় আন্দোলনকারীরা। জল গড়িয়েছে শীর্ষ আদালত পর্যন্ত। অর্থাৎ জটিলতা অব্যহত। এরই মাঝে বুধবার সকালে ডিএ আন্দোলনকারীদের বিঁধে একটি ফেসবুক পোস্ট করেন বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। লেখেন, "একদল লোকের পাতে পোলাও-মাংস আছে। তাঁরা ঘেউ ঘেউ করছে। বলছে পোলাওয়ে ঘি কম। আরও ঘি ঢালতে হবে। আর একদল যারা খালি পেটে গামছা বেঁধে রাতে ঘুমাতে যায়। আমি সবদিন ওই না খাওয়া লোকটির জন্য লড়েছি আর লড়ব। ঘি বাবুর লড়াইয়ে সে হারবে না জিতবে আমার কিছু যায় আসে না।"

সল্টলেকে ফের উদ্ধার মাদক, দু'টি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করল এসটিএফ

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি.স.): সল্টলেক থেকে আবারও উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণে মাদক। রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) বিধাননগরের নওভাঙা এলাকায় অভিযান চালিয়ে দু'টি বিলাসবহুল গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে। ওই গাড়িগুলির মধ্যে থেকে পাওয়া গিয়েছে প্রায় ২ কিলোগ্রাম হেরোইন। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে নওভাঙা এলাকায় অভিযান চালিয়ে দু'টি বিলাসবহুল গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন তদন্তকারীরা। সেই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে তদন্তকারীরা প্রচুর কাগজের পুরিয়া পান।

ওই পুরিয়ার মধ্যে রাখা ছিল হেরোইন। মোট ৩০ হাজার হেরোইনের পুরিয়া গাড়ি দু'টি থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। যার ওজন প্রায় দেড় কেজি। পাশাপাশি, আলাদা করে আরও এক প্যাকেট মাদক উদ্ধার করা হয়। সেখানে আরও ৫০০ গ্রাম হেরোইন ছিল বলে দাবি তদন্তকারীদের। সব মিলিয়ে মোট উদ্ধারকৃত মাদকের পরিমাণ ২ কেজি।

চিপকে আজ ডু অর ডাই ম্যাচে খেলতে পারেন ৩ স্পিনারই, রানে ফিরতে মরিয়া সূর্যকুমার

চেন্নাই, ২২ মার্চ (হি.স.) : বুধবার চেন্নাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ডু অর ডাই ম্যাচে সিরিজ ভারত সিরিজ নিজের দখলে রাখতে পারবে কিনা, এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে ভারতীয় শিবিরজুড়ে। নির্ধারক ম্যাচে খেলতে নামার আগে চিপকে কি ফর্মে ফিরবেন সূর্যকুমার যাদব, নাকি সিরিজের বাকি দুই ম্যাচের মতোই ব্যর্থতার কালো মেঘে ঢাকা থাকবেন ভারতীয় ক্রিকেটরার।

সিরিজের পরপর দুই ম্যাচে মিচেল স্টার্কের বলে একই ভঙ্গীমায় আউটের পর প্রশ্ন উঠে গিয়েছে সূর্যকুমারকে ঘিরে। টি-২০ ফরম্যাটে তিনি এক নম্বর হতে পারেন। কিন্তু ওয়ানডে'তে এখনও পর্যন্ত নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি সূর্যকুমার। ৩২ বছরের ভারতীয় তারকার ব্যাটিং টেকনিকে গলদ রয়েছে, এমন দাবিও উঠেছে বিশেষজ্ঞ মহলে। তিন ম্যাচের সিরিজ আপাতত ১-১। এমন পরিস্থিতিতে বুধবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন ম্যাচে খেলতে নামছে টিম ইন্ডিয়া। তবে বোলিং বিক্রমের মধ্যে ভারতীয় শিবিরকে ভাবাচ্ছে দলের হতশ্রী ব্যাটিং পারফরম্যান্স। পরপর দুই ম্যাচে যে দল প্রথমে ব্যাট করেছে, তারাই ২০০ রানের গণ্ডি পেরতে ব্যর্থ হয়েছে। এরমধ্যে ভারতীয় শিবিরে আবার আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার দুই মিচেল — স্টার্ক ও মার্শ।

তিলোত্তমার তাপমাত্রা নীচের দিকেই, বৃষ্টি থেমে এবার আবহাওয়া উন্নতির পূর্বাভাস

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি.স.): অসময়ের বৃষ্টির সৌজন্যে তিলোত্তমার তাপমাত্রা নীচের দিকেই। বুধবারও স্বাভাবিকের থেকে নীচে থাকল কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বৃষ্টি থেমে এবার আবহাওয়ার উন্নতি হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে কমবে বৃষ্টি। তবে, উত্তরবঙ্গে এখনই থামবে না বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি ও কোচবিহারে কম-বেশি বৃষ্টি হচ্ছে। বৃহস্পতিবার থেকে সেখানে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারে। তবে, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হবে। এদিকে, অসময়ের বৃষ্টিতে তাপমাত্রা অনেকটাই নেমে গিয়েছে কলকাতায়। পরিবেশ অনেকটাই মনোরম হয়ে উঠেছে। বুধবার সকাল থেকে অবশ্য রোদ ঝলমলে আকাশের দেখা মিলেছে।

চৈত্র নবরাত্রির শুভারম্ভ, বৈষ্ণোদেবী-সহ দেশের বিভিন্ন মন্দিরে পূজার্চনা পুণ্যার্থীদের

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.): চৈত্র নবরাত্রি উৎসবের শুভারম্ভ হল বুধবার থেকে। আগামী ৩০ মার্চ, বৃহস্পতিবার ৯ দিন ব্যাপী এই চৈত্র নবরাত্রির সমাপ্তি হবে। অশুভের বিরুদ্ধে শুভ জয়কেই এই উৎসব সুচীত করে। উৎসবের শেষ দিনটি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি, রাম নবমী হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। চৈত্র নবরাত্রি দেবী দুর্গার মহিষাসুর বধের দিন হিসেবে পালিত হয়। ৯ দিন ব্যাপী এই উৎসবে দেবী দুর্গা ৯ টি রূপে পূজিত হয়ে থাকেন।

চৈত্র নবরাত্রির প্রথম দিন, বুধবার সকাল থেকেই বারাণসী, বৈষ্ণোদেবী, কামাখ্যা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মন্দিরে পূজার্চনা করেন পুণ্যার্থীরা। বারাণসীর দুর্গা মন্দিরে চৈত্র নবরাত্রির প্রথম দিনে রীতি মেনে পূজার্চনা করেন পুণ্যার্থীরা। জম্মু-কাশ্মীরের কাটরার বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের পূজার্চনা করেছেন ভক্তরা। চিত্র নবরাত্রি উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সমস্ত দেশবাসীকে নবরাত্রির শুভেচ্ছা। শ্রদ্ধা ও ভক্তির এই শুভ মুহূর্ত সমস্ত দেশবাসীর জীবনকে সুখ, সম্পদ ও সৌভাগ্য দিয়ে আলোকিত করুক। নবরাত্রি ছাড়াও এদিন উগাদি, গুড়ি পাডওয়া, নবরেহ, চেতি চাঁদ এবং সজিবু চেরাওবা উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

পাকিস্তানে ৬.৫ তীব্রতার ভূমিকম্পে মৃত্যু ১১ জনের, আহতের সংখ্যা ১৬০-এরও বেশি

ইসলামাবাদ, ২২ মার্চ (হি.স.): পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয়র খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে মঙ্গলবার রাতের ৬.৫ তীব্রতার ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। আহতের সংখ্যা ১৬০-এরও বেশি। খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের সওয়াট উপত্যকাতেই ভূমিকম্পে এই হতাহতের সংখ্যা। পাকিস্তানের আবহাওয়া দফতর অবশ্য জানিয়েছে, ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৮। খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভূমিকম্পে দুই মহিলা-সহ ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে ও আহতের সংখ্যা ১৬০-এরও বেশি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কমপক্ষে ১৯টি বাড়ি।

মঙ্গলবার রাতে পাকিস্তানের পাশাপাশি আফগানিস্তান ও ভারতেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়। পাকিস্তানের লাহোর, ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডি, কোয়েটা, পেশোয়ার, কোহাট প্রভৃতি এলাকায় কম্পন টের পাওয়া যায়। আবার দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অনুভূত হয় কম্পন। উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীর ভারতের প্রভৃতি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কম্পন অনুভূত হয়। রাতে ভূমিকম্পের আতঙ্কে মানুষজন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন।

ভারতের বিকাশে সর্বক্ষেত্রে অতুলনীয় অবদান রাখছেন বিহারের জনগণ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.): প্রতিষ্ঠা দিবসে বিহারের জনগণকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা-বার্তায় বিহারের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারতের বিকাশে সর্বক্ষেত্রে অতুলনীয় অবদান রাখছেন বিহারের জনগণ।

২২ মার্চ দিনটি বিহারের স্থাপনা দিবস। বুধবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, বিহার দিবসে সে রাজ্যে সমস্ত ভাই ও বোনকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সমৃদ্ধ ইতিহাস ও জীবন সংস্কৃতির জন্য প্রসিদ্ধ বিহারের জনগণ দেশের বিকাশের স্বার্থে সর্বক্ষেত্রে অতুলনীয় অবদান রাখছেন। নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিশেষ পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁরা।

গুজরাটের ভারুচে প্যাকেজিং ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর

ভারুচ, ২২ মার্চ (হি.স.): গুজরাটের ভারুচে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি প্যাকেজিং ফ্যাক্টরিতে। বুধবার সকালে ভারুচ জিআইডিসি-তে অবস্থিত নর্মদা প্লাস্টিক প্যাকেজিং ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। ওই ফ্যাক্টরির ভিতরে প্রচুর পরিমানে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের লেলিহান শিখায় দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে ফ্যাক্টরিটি। ভিতরে থাকা সবকিছু পুড়ে যায়।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের মোট ১৫টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ভারুচের পুলিশ সুপার লীনা পাটিল বলেছেন, বুধবার নর্মদা প্লাস্টিক প্যাকেজিং ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি। আগুন লাগার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এই অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

কোভিড-সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ১,১৩৩; ভারতে সক্রিয় রোগী বেড়ে ৭,০২৬, মৃত্যু ৪ জনের

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের অনেকটাই বাড়ল, বৃদ্ধি পেয়েছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১,১৩৩ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৭,০২৬-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০২ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মোট কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৬,৯৮,১১৮-তে পৌঁছেছে। ৪ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৮১৩-এ পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৬০,২৭৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৭ হাজার ৬৭৩ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৫,২১,১৮০। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২১ মার্চ সারা দিনে ভারতে ১,০৩,৮৩১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

আফগানিস্তানে শক্তিশালী ভূমিকম্পে ৩ জনের মৃত্যু, আহত কমপক্ষে ৪৪ জন

কাবুল, ২২ মার্চ (হি.স.) : আফগানিস্তানে শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। মঙ্গলবার রাতের ৬.৮ তীব্রতার ভূমিকম্পে আহতের সংখ্যা ৪৪। আফগানিস্তানে অনুভত হওয়া ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তান ও ভারতও। এছাড়াও তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান, চিন এবং কিরগিজস্তানে কম্পন অনুভূত হয়। ভারতে জীবন ও সম্পত্তি হানির কোনও খবর নেই।

আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে বাড়ির ছাদ ভেঙেই অধিকাংশ হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। আফগানিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আফগানিস্তানের লাঘমান প্রদেশেই দু''জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও দেশের অন্যত্র একজনের মৃত্যু হয়েছে। মোট আহতের সংখ্যা ৪৪। মঙ্গলবার রাতে আফগানিস্তানের ফৈজাবাদ থেকে ৭৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

জম্মু-কাশ্মীরের সাম্বায় উড়তে দেখা গেল ড্রোন! বিএসএফ গুলি করতেই রাতের অন্ধকারে উধাও

জম্মু, ২২ মার্চ (হি.স.): ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর ড্রোনের গতিবিধি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এবার জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বায় ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে ড্রোন উড়তে দেখল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। ড্রোনটি দেখতে পাওয়া মাত্রই বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালান, সম্ভবত ড্রোনটি উধাও হয়ে গিয়েছে। তল্লাশি চালানোর পর ড্রোনটি পাওয়া যায়নি বলেই জানা গিয়েছে।

বিএসএফ জানিয়েছে, বুধবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ সাম্বা জেলার রামগড় সাব-সেক্টরের চামলিয়াল বর্ডার আউট পোস্ট এলাকায় আকাশে লাল আলো জ্বলতে দেখা যায়। তৎক্ষণাৎ ওই আলো লক্ষ্য করে বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালান। পরে ওই এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি চালানো হয়। বিএসএফ জওয়ানরা মনে করছেন, ড্রোনটি পাকিস্তানের দিকে ফিরে গিয়েছে।

মমতার পুজো দেওয়ার কথা, তার মধ্যেই পুরীর জগন্নাথ মন্দির বন্ধের ঘোষণা

পুরী, ২২ মার্চ (হি. স.) : বুধবার বন্ধ থাকবে পুরীর জগন্নাথ মন্দির। এদিকে, এদিনই মন্দিরে পুজো দেওয়ার কথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

জানা গিয়েছে, এদিন চার ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকবে মন্দিরের দরজা। ভক্তদের সে সময় প্রবেশ নিষিদ্ধ। মূলত "বানাকা লাগি" অর্থাৎ বিগ্রহের শৃঙ্গার আচার পালনের জন্যই গর্ভগৃহ বন্ধ করে রাখা হবে। ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুজো দেওয়ার আগে মন্দির কমিটির দর্শন বন্ধের এই ঘোষণা নিয়ে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা।

জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার বিশেষ রীতি পালনের জন্য বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দর্শন বন্ধ থাকবে। চৈত্র মাসের প্রতিপদের দিন এই "বানাকা লাগি" রীতি পালিত হয় পুরীর মন্দিরে। বুধবার প্রতিপদ পড়ায় ভগবান জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার শৃঙ্গার করা হবে। আর সে কারণেই চার ঘণ্টার জন্য ভক্তদের প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না জগন্নাথধামে।

নিয়োগ দুর্নীতির জটিল আবহে চাকরি নিয়ে মদন মিত্রর বিতর্কিত মন্তব্য

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি. স.) : আগামী দিনেও পারলে ফের তৃণমূলকর্মীদের চাকরি দেবেন তিনি। নিয়োগ দুর্নীতির জটিল আবহে সামাজিক মাধ্যমে বুধবার এই বিতর্কিত মন্তব্য করলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্র।

নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডকে ঘিরে উত্তাল গোটা বাংলা। শাসকদলের নেতা থেকে প্রাক্তন মন্ত্রী, জড়িয়ে একাধিক প্রভাবশালীর নাম। সেই তাঁর দাবি, সিপিএম কয়েক কোটি বেকার রেখে চলে গিয়েছে। তৃণমূলের লোকজন সিপিএম-এর আমলে চাকরি পাননি।

এই পরিস্থিতিতে তিনি বলেন, 'আমাদের বহু ছেলে সিপিএম-এর ৩৪ বছরে চাকরি পায়নি। কয়েক কোটি বেকার রেখে সিপিএম চলে গিয়েছিল। বেকার কি চিরকাল বেকার থাকবে? নিয়ম-নীতি মেনে, নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায়, যোগ্যতমদের বঞ্চিত না করে যদি তৃণমূল কর্মীদের চাকরি দেওয়া হয়, সেটা অন্যায় নয়। আবার চাকরি দেব।'

শুধু তাই নয়, '২০০২ থেকে ৩৪ বছর ধরে সিপিএম চাকরি দিয়ে এসেছে। দিল্লিতে বিজেপি একতরফা করে যাচ্ছে। আর তৃণমূলের কর্মীরা চাকরি পাবেন না! আমি সুযোগ পেলে আবার তৃণমূলকর্মীদের চাকরি দেব।'

বায়রন বিশ্বাসকে অবিলম্বে গ্রেফতারির দাবি কুণাল ঘোষের

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি. স.) : তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সঞ্জয় জৈনকে গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে কংগ্রেসের সদ্য নির্বাচিত বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসকে অবিলম্বে গ্রেফতারির দাবি জানালেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। অধীর চৌধুরীকে তাঁর প্রশ্ন, "রাজনীতিকে কোথায় নামাচ্ছে কংগ্রেস?" বিঁধলেন বিজেপি-সিপিএমকেও। বুধবার বিধায়ক পদে শপথ নেওয়ার কথা বায়রন বিশ্বাসের। তাঁর আগেই সাংবাদিক বৈঠক থেকে বায়রন বিশ্বাসকে আক্রমণ করেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, "অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে বায়রন বিশ্বাস। প্রয়োজনে শপথের জন্য বিধানসভা যাওয়ার পথে ওনাকে গ্রেফতার করা হোক। উনি তৃণমূল নেতাকে মা ও বোন তুলে যে কথা বলেছেন তারপর উনি মুক্তভাবে ঘুরতে পারেন না।" প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীকে উদ্দেশ করে কুণাল বলেন, "আপনি কি বায়রন বিশ্বাসের মন্তব্যের সমর্থন করেন? যদি না করেন, তাহলে ক্ষমা চান। অন্যথায় ধরে নিতে হবে, আপনারা ওনার মন্তব্যের সমর্থক।" শুধু কংগ্রেস নয়, বামেদেরও ক্ষমা চাওয়ার কথা বলেন কুণাল ঘোষ। তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে কৌস্তুভ বাগচীর মন্তব্যও ঘটনার সূত্রপাত দিন কয়েকআগে। সাগরদিঘি বিধানসভা উপনির্বাচনের দিন ধুলিয়ান পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান মেহেবুব আলম ও তৃণমূল নেতা সঞ্জয় জৈন বোখারার একটি বুথের ভিতর প্রবেশ করে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠেছিল।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

রসুন নয়, কাজু-পোস্ত দিয়েই বানিয়ে নিন মাশরুম

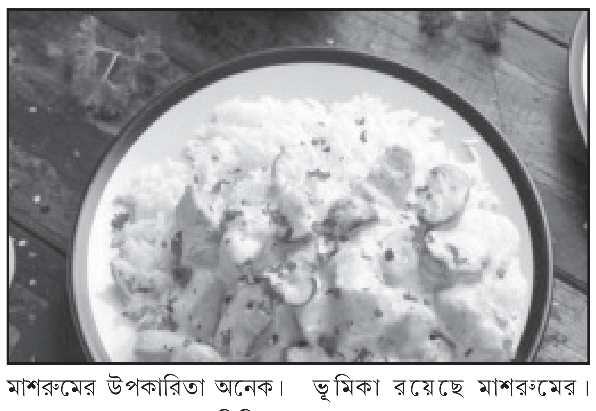

মাশরুমের উপকারিতা অনেক। আজকাল বাজারে বিক্রিও বেড়েছে মাশরুমের। আগের থেকে অনেক বেশি এখন মাশরুম চাষও করা হয়। এখন পাড়ার দোকান থেকে শুরু করে শপিং মল, সর্বত্রই কিন্তু মাশরুম পাওয়া যায়। মাশরুম ভিটামিন বি, ডি, পটাশিয়াম, কপার, আয়রন এবং সেলেনিয়াম সমৃদ্ধ। এছাড়া মাশরুমে কোলিন নামক একটি বিশেষ পুষ্টি উপাদান রয়েছে, যা পেশীর সক্রিয়তা ও স্মৃতিশক্তি বজায় রাখতে খুবই উপকারী।

মাশরুম অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর। এর মধ্যে বিশেষ হল এরগোথিওনিন, যা বার্ধক্য ঠেকাতে সক্ষম। ওজন কমাতেও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে মাশরুমের। বাজারে দু রকমের মাশরুম পাওয়া যায়। বোতাম মাশরুম এবং ছাতা মাশরুম। এছাড়াও স্টোর করা মাশরুম বা ক্যান মাশরুমও পাওয়া যায়। মাশরুম এর মধ্যে বেশ নোংরা থাকে। তাই মাশরুম আগে দু টুকরো করে নিয়ে গরম জলে নুন আর হলুদ দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ মাশরুম চুবিয়ে রাখতে হবে। এতে মাশরুমের মধ্যেকার যাবতীয় ময়লা বেরিয়ে যায়। এরপর মাশরুম রান্না করুন। অনেক ভাবেই মাশরুম রান্না করা যায়। মাশরুম কষা, চিলি-গার্লিক মাশরুম, ক্রিম মাশরুম এসব খেতে বেশ লাগে। এছাড়াও চিকেন, মাশরুম, কর্ন এসব দিয়েও স্যুপ বানানো যায়। আবার মাশরুম, ব্রকোলি ক্রিম এসব দিয়ে স্যুপ বানালেও খেতে কিন্তু বেশ লাগে। এবার কাজু, পোস্ত অসব দিয়ে বানিয়ে নিন মাশরুম কষা। খেতে লাগবে খানিকটা পোস্ত চিকেনের মতো।

দেখে নিন কী ভাবে বানাবেন-

মাশরুম প্রথমে কেটে-ধুয়ে রাখতে হবে। এবার শুকনো কড়াইতে সামান্য ঘি দিয়ে কাজু, কিশমিশ আর ৮ কোয়া গোলমরিচ নেড়ে নিন। ব্লেন্ডারের মধ্যে টকদই বড় তিন চামচ, কাজু, পোস্ত, কিশমিশ, চারমগজ মিশিয়ে বেটে নিতে হবে। এবার কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচি দিন। পেঁয়াজ বেশ লাল লাল হয়ে এলে আদা, রসুন বাটা দিয়ে কষাতে থাকুন। এবার লো ফ্লেমে মাশরুম মিশিয়ে দিন। নেড়েচেড়ে দই-পোস্তর মিশ্রণ ঢেলে দিন। এবার ফুটে উঠলে ক্রিম মিশিয়ে দিন ২ চামচ। স্বাদমতো নুন-চিনি দিন। নামানোর আগে একটু মাখন ছড়িয়ে দিলেই তৈরি এই স্পেশ্যাল মাশরুম। ভাত বা রুটির সঙ্গে খেতে পারেন। সঙ্গে স্যালাড বানিয়ে নিলেই তৈরি অফিসের লাঞ্চবক্স।

শরীরে কোলেস্টেরল কমাতে যা খাবেন

নানান ধরনের খাবার থেকে উচ্চ কোলেস্টেরলের ঝুঁকি থাকে। শরীরকে সুস্থ রাখতে সুষম খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। পুষ্টিকর উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্য কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে পারে এবং অন্যান্য রোগের ঝুঁকিও কমায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনলেই কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

পুষ্টিবিদরা বলছেন, প্রতিদিনের খাদ্যতালিকা থেকে অতিরিক্ত চর্বি, কার্বোহাইড্রেট, চিনি বাদ দিতে হবে। এমন খাবার খেতে হবে যাতে ওজন না বাড়ে। ওজন যথাযথ থাকলে কোলেস্টেরলের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। কোলেস্টেরল কমাতে খাদ্যতালিকায় বিভিন্ন শস্যদানা রাখতে হবে। শস্যে পুষ্টি এবং খনিজ পদার্থ থাকে যা উচ্চ কোলেস্টেরলের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা প্রতিরোধে সাহায্য করে। এ কারণে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় পরিমাণমতো গম, চাল, ভুট্টা ইত্যাদি রাখুন। সবুজ শাকসবজি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও সহায়তা করে। এ ছাড়া সবুজ শাকসবজিতে অনেক পুষ্টিকর উপাদান যেমন ফাইবার, পটাশিয়াম, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি ইত্যাদি রয়েছে। তাই খাদ্যতালিকায় পালং, মেথি, কলমি, পুঁই, কচু, যে কোনও শাক রাখতে পারেন।

বিভিন্ন রকম ফল খান। কারণ, ফলে ক্যালরি কম এবং পুষ্টিগুণ বেশি। কয়েকটি ফল আবার ফাইবার, পটাশিয়াম এবং ভিটামিন সি-র মতো খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ, যা শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। তরমুজ, পেয়ারা, কিউই, আপেল, কমলা, কলা, পেঁপে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

গ্লুকোমা কী? লক্ষণ ও ধরন

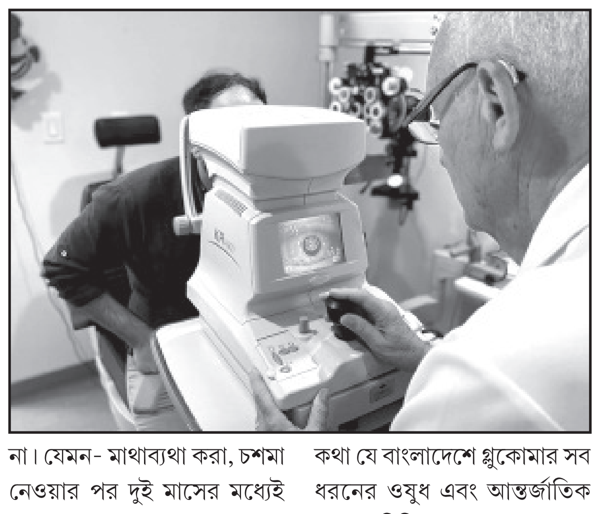

গ্লুকোমা চোখের একটি জটিল রোগ। এই রোগকে নিরব ঘাতক বলা হয়। এর কারণে চোখের দৃষ্টি একবার হারিয়ে গেলে তা আর ফেরত আসে না। গ্লুকোমার সর্বশেষ পরিণতি চিরতরে অন্ধ হওয়া। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে যদি এই রোগ ধরা পড়ে, তবে সেই আশঙ্কা নেই বললেই চলে।

এমন অনেক রোগীও আসেন, যাদের গ্লুকোমার কারণে ৯৯ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায় চিকিৎসকের কিছুই করার থাকে না। কিন্তু তিনি যদি এক ভাগ গ্লুকোমা নিয়ে আসতেন, তবে বলা যেতে পারে তিনি অন্ধ হবেন না। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন গ্লুকোমা ফ্যাকাল্টি বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ডা. এম নজরুল ইসলাম।

গ্লুকোমা কী?: চোখের ভেতর অনেকগুলো নার্ভ রয়েছে। এর ভেতর প্রায় ১২ লাখ নার্ভ বা গ্যাংলিয়ন সেল থাকে। এই সেলগুলোর কাজ হচ্ছে দেখা। ১২ লাখ নার্ভ যখন ঠিক থাকে তখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকে। সাধারণত কোনো কারণে চোখের প্রেসার বেড়ে গেলে নার্ভগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপটিক নার্ভের মাধ্যমে সংকেত ব্রেনে চলে যায়। তখন আমরা দেখতে পাই। দেহে রক্ত সঞ্চালনের মতো চোখের মধ্যেও জলর এক ধরনের সরবরাহ হয়, যাকে বলে "অ্যাকুয়াস হিউমার"। এই জল তৈরি হয় চোখের পাশ থেকে। এরপর চোখের ভেতর প্রবেশ করে চোখের প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা মেটায়। একপর্যায়ে জল বেরিয়েও যায়। এই জলীয় পদার্থের গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। চোখের কর্নিয়া, লেন্স, ভিট্রিয়াসে কোনো রক্ত সরবরাহ নেই বলে দেখার জন্য এগুলো স্বচ্ছ থাকতে হয়।চোখের মধ্যে একটি কোণ দিয়ে এই জলীয় পদার্থটি বেরিয়ে যায়। কিন্তু কোনো কারণে যদি কোণটি বাধাপ্রাপ্ত হয় বা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে চোখের মধ্যে প্রেসার বাড়তে থাকে। বেশি বেড়ে গেলে অপটিক নার্ভের মধ্যে কাঁপিং শুরু হয়; গর্ত হয়ে যায়। গর্ত হওয়ার মানে হলো অনেক নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। নার্ভের কাজ তখন ব্যাহত হয়। তখন রোগীর দৃষ্টির পরিসীমা কমে যায়। ধীরে ধীরে রোগী তখন অন্ধ হয়ে যায়। সাধারণভাবে বলা যায় চোখের মধ্যে যে প্রেসার সেটা বেড়ে চোখের নার্ভের ক্ষতি হয়। এতে করে অপটিক নার্ভের যে ফাইবার রয়েছে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে ব্রেনের সঙ্গে তার যোগাযোগ ব্যাহত হয়। যার কারণে রোগী আর দেখতে পায় না। এ রোগের নামই গ্লুকোমা।

ধরন: গ্লুকোমার কয়েকটি ভাগ রয়েছে। ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা, ক্লোজড অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা, সেকেন্ডারি গ্লুকোমা, প্রাইমারি গ্লুকোমা ইত্যাদি। তবে ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমার রোগীই পৃথিবীতে বেশি। ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমার কিছু লক্ষণ থাকে। তবে তা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। যেমন- মাথাব্যথা করা, চশমা নেওয়ার পর দুই মাসের মধ্যেই আবার চোখে সমস্যা দেখা দেয়, ঘনঘন চশমা পরিবর্তন ইত্যাদি। ক্লোজড অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমার কিছু লক্ষণ হলো লাইটের চারপাশে বিভিন্ন রং দেখা, অন্ধকার জায়গায় কাজ করতে সমস্যা হওয়া ইত্যাদি। চিকিৎসা না করালে অ্যাকুড গ্লুকোমা হয়। তখন খুব মাথাব্যথা হয়। রোগী ব্যথায় মাটিতে গড়াগড়ি করতে থাকেন, বমিও করেন অনেকে। পাশাপাশি চোখ লাল হয়, ব্যথা করে, ফুলে যায়, বেশি আলোতে সমস্যা হয়। এ অবস্থায় চোখের দৃষ্টিশক্তি শূন্যে নেমে আসতে পারে।

কাদের ঝুঁকি বেশি?: গ্লুকোমা সবার হয় না। ৪০ বছর বয়সের পর গ্লুকোমার হার সবচেয়ে বেশি। বয়স যত বাড়বে গ্লুকোমা হওয়ার প্রবণতা তত বাড়বে। যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদেরও গ্লুকোমা হওয়ার আশঙ্কা বেশি। যাদের চোখে মাইনাস পাওয়ার তাদেরও হতে পারে। তবে বংশগত গ্লুকোমা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। কারো যদি গ্লুকোমা হয় তার সন্তানদেরও গ্লুকোমা হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি থাকে। এ জন্য তাদের সন্তানদের খুব দ্রুত গ্লুকোমা পরীক্ষা করা উচিত।

চিকিৎসা: রোগটি শনাক্ত করে দ্রুত চিকিৎসা নিলে সারা জীবন ভালো থাকা যায়। শুরুতে চিকিৎসা করালে যেটুকু চোখ ভালো আছে তা ধরে রাখা যায়। তাই গ্লুকোমার প্রধান চিকিৎসা হলো চোখের প্রেসার কমানো। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তিনভাবে গ্লুকোমার চিকিৎসা করা হয়। প্রথম চোখের ড্রপ যেটা চোখের প্রেসার কমায়। দ্বিতীয়ত, লেজার, এটাও চোখের প্রেসার কমায়। তৃতীয়ত, সার্জারি যা চোখের প্রেসার কমানোর জন্যই করা হয়। তিন ধরনের চিকিৎসার একটাই উদ্দেশ্য- চোখের প্রেসার কমানো। আশার কথা যে বাংলাদেশে গ্লুকোমার সব ধরনের ওষুধ এবং আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা রয়েছে।

আধুনিক শল্যচিকিৎসা: ওষুধ ও লেজার প্রয়োগ করেও কাজ না হলে তখন সার্জারি বা শল্য চিকিতার কথা ভাবতে হয়। এ রকম প্রচলিত একটি চিকিতা "ট্রাবেকুলেক্টমি"। গ্লুকোমার চিকিতায় এটি সারা বিশ্বে ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে। এটি একটি বাইপাস সার্জারি। হার্টে ব্লক হলে রক্ত চলাচলে যেমন ব্যাঘাত ঘটে, তেমনি চোখের ভেতরের তরল পদার্থ বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হলে চোখের চাপ বাড়তে থাকে। এ জন্য তখন একটি বাইপাস করে দিতে হয়, যাতে তরলটি বেরিয়ে গিয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। এতে চোখের ভেতরে চাপ কমে। আবার ট্রাবেকুলেক্টমি সফল না হলে চোখের পাশে ভাল প্রতিস্থাপন করা হয়, যা আমরা বাংলাদেশে করছি। এর সফলতা অনেক বেশি। তবে গ্লুকোমার আরো উন্নত চিকিতা যেমন আই স্ট্যান্ট ইমপ্ল্যান্ট, কেবিডি সার্জারি ইত্যাদি আমরা করতে পারলেও আমাদের দেশে হচ্ছে না।

প্রতিরোধে করণীয়: সচেতন হয়ে পর্রত্যেকের বছরে অন্তত একবার চোখ পরীক্ষা করে জেনে নেওয়া যে কারোর গ্লুকোমা হয়েছে কি না। শনাক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিতা করা। গ্লুকোমা রোগটি সাধারণত ৩৫ বছরের পর শুরু হয়। তাই পঁয়ত্রিশোর্ধ ব্যক্তিদের নিয়মিত চেকআপ করা। গ্লুকোমা শনাক্ত হলে প্রতি তিন মাস অন্তর চোখ পরীক্ষা করা উচিত। চিকিৎসকের পরামর্শে নির্ধারিত মাত্রার ওষুধ নিয়মিত ব্যবহার। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া শিশুদের স্টেরয়েড না দেওয়া। দীর্ঘদিন একটি ওষুধ ব্যবহারে এর কার্যকারিতা কমে গেলে বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া।

দেশি রান্নাবান্নায় কী ধরনের ভিনিগার ব্যবহার করবেন?

রান্নাঘরের অন্যতম উপাদান ভিনিগার। রোজের রান্নায় ব্যবহার না হলেও, মাঝে-মধ্যেই প্রয়োজন পড়ে ভিনিগারের। বিশেষত কোনও চাইনিজ রান্নার সময় কিংবা কোনও ফ্রায়েড খাবার প্রিপারেশনের সময় ভিনিগার ছাড়া অচল। হোয়াইট ভিনিগার থেকে শুরু করে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার বিভিন্ন ধরনের ভিনিগার রয়েছে, যা রান্নায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু কোন রান্নায় কোন ভিনিগার ব্যবহার করা উচিত, সেটা কি জানা আছে? না জানলে এই নিবন্ধটি রইল আপনার জন্য

হোয়াইট ভিনিগার- বাংলার হেঁশেলে সবচেয়ে বেশি হোয়াইট ভিনিগার ব্যবহার হয়ে থাকে। কমবেশি সব রান্নাতেই এই হোয়াইট ভিনিগার ব্যবহার করা যায়। এই ভিনিগার সহজেই সংরক্ষণ করা যায়। এতে কাঁচা লঙ্কা কেটে রেখে দিতে পারেন। এই ভিনিগারের টক স্বাদের জন্য খাবার খেতেও খুব ভাল হয়। তাছাড়া এই ভিনিগারের অ্যাসিটিড বৈশিষ্ট্য স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

অ্যাপেল সিডার ভিনিগার- রান্নায় খুব বেশি ব্যবহার হয় না অ্যাপেল সিডার ভিনিগার। কিন্তু ওজন কমাতে অনেকেই এই ভিনিগার ব্যবহার করেন। এমনকী ত্বক ও চুলের যত্নেও এই ভিনিগার ব্যবহার করা হয়। মূলত অ্যাপেল সিডার ভিনিগার দিয়ে পানীয় বানিয়ে পান করা হয়। এই পানীয়ই ওজন কমাতে সাহায্য করে।

ওয়াইন ভিনিগার- রেড ওয়াইন কিংবা হোয়াইট ওয়াইন দিয়ে এই ভিনিগার তৈরি করা হয়। দু'ধরনের ভিনিগারই বাজারে উপলব্ধ। মূলত ইউরোপিয়ান খাবারে এই ভিনিগার ব্যবহার করা হয়। একটু মিষ্টি স্বাদের হওয়ায় মাংস, মাছ ম্যারিনেট করতে এই ভিনিগার ব্যবহার করা হয়।

রাইস ভিনিগার- এই ভিনিগার চাল দিয়ে তৈরি করা হয়। রাইস ভিনিগার হলুদ রঙের হয়। তাছাড়া এই ভিনিগারের স্বাদও মিষ্টি। তবে, হোয়াইট ভিনিগারের চেয়ে এই হোয়াইট ভিনিগারের অ্যাসিডিক প্রভাব কম। এই কারণে এই রাইস ভিনিগার বিভিন্ন ধরনের সস কিংবা ডিপ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। মাংস ম্যারিনেটের ক্ষেত্রেও এই ভিনিগার ব্যবহার করা হয়। ব্যালসেমিক ভিনিগার- আঙুরের রস দিয়ে ব্যালসেমিক ভিনিগার তৈরি হওয়ায় এর গন্ধ খুব সুন্দর। তাছাড়া এই ভিনিগার অন্যান্য সব ভিনিগারের চেয়ে স্বাদে মিষ্টি। ওয়াইন তৈরিতে মূলত এই ভিনিগার ব্যবহার করা হয়। দৈনন্দিন জীবনে স্যালাদ, পাস্তা ড্রেসিংয়ের ক্ষেত্রে এই ব্যালসেমিক ভিনিগার ব্যবহার করা হয়। চিলি ভিনিগার- চাইনিজ খাবারে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় চিলি ভিনিগার। চাইনিজ পদ তৈরিতে এক চামচ চিলি ভিনিগার দিলে আর কোনও উপাদানের প্রয়োজন পড়ে না। আপনি যদি চাইনিজ খাবারের ভক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই এটি রান্নাঘরে রাখুন। চাউমিন, ফ্রায়েড রাইস থেকে স্যুপ সব কিছুতে আপনি এই ভিনিগার ব্যবহার করতে পারেন।

মাঝে মাঝেই মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা? এই ৬ খাবার হাতের কাছে মজুত রাখুন

রোদে ঘোরা, ঠান্ডা লাগা, স্ট্রেস, সাইনাস, মাইগ্রেনের কারণে তো মাথা ব্যথা হয়ই, এর পাশাপাশি ঘুম কম হলে, স্ট্রেস, উদ্বেগ এবং কাজের চাপে অনেকেই সারা বছর মাথা ব্যথায় ভোগেন। অনেকেই তীব্র মাথা যন্ত্রণা দূর করতে ওষুধ খান, তবে চিকিতকের পরামর্শ ছাড়াই কোনও ওষুধ খেলে পার্শ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

ঘরোয়া উপায়েই অসহ্য মাথা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিলতে পারে। ঘরে থাকা সাধারণ কিছু খাবার দিয়েই মাথা ব্যথা অনেকটা কমিয়ে ফেলা যায়। দেখে নিন সেই খাবারগুলি কী কী- এই আর্টিকেলটি সাধারণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে লেখা। বোল্ডস্কাই বাংলা এর সত্যতা যাচাই করেনি বা কাউকে মানতে বাধ্য করছে না। কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন।

পর্যাপ্ত জল পান করুন

পর্যাপ্ত জল পান না করলে মাথা ব্যথার সমস্যা বাড়তে পারে। জল পান করা মাথা ব্যথা কমানোর খুব কার্যকর উপায়। দিনে কমপক্ষে ৮ থেকে ১০ গ্লাস জল পান করুন। শরীর হাইড্রেট থাকলে মাথা ব্যথায়ও কম ভুগবেন।

আদা আদায় রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য এবং জিঞ্জেরল যৌগ। আদার এই সব গুণাগুণই মাথা ব্যথা কমাতে খুব উপকারী। আদা থেঁতো করে জলে মিশিয়ে খেতে পারেন। আবার আদা চা বানিয়েও খেতে পারেন।

তরমুজ ডিহাইড্রেশন মাথাব্যথার একটি সাধারণ কারণ। শরীরকে হাইড্রেট রাখবে এমন খাবার খাওয়াই ভালো। মাথাব্যথা কমাতে তরমুজ দুর্দান্ত বিকল্প। কারণ এই ফলের বেশিরভাগটাই জল। এতে পটাসিয়ামের মতো ইলেক্ট্রোলাইটও রয়েছে, যা শরীরে তরলের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

কফি

কফি মাথা ব্যথা কমানোর পাশাপাশি শরীরে এনার্জি বাড়াতেও সাহায্য করে। ২০১৭ সালে জার্নাল অফ পেইন-এ প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে, টেনশন এবং স্ট্রেস থেকে হওয়া মাথা ব্যথা কমাতে খুবই কার্যকর কফিতে থাকা ক্যাফেইন। ২০১৫ সালে -এ প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যাফেইন মাইগ্রেনের চিকিতায়ও কার্যকর হতে পারে।

স্যালমন মাছ স্যালমনে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। এই স্বাস্থ্যকর ফ্যাট মাথা ব্যথা উপশম করতে খুবই উপকারী। ২০১৪ সালে নিউট্রিশনাল নিউরোসায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা প্রতিদিন ২ গ্রাম ফিশ অয়েল খান, তাঁরা মাথা ব্যথায় খুব কম ভোগেন। পেপারমিন্ট চা পেপারমিন্ট চা শুধু শরীরের এনার্জি বাড়ায় না, মাথা ব্যথাও কমাতে পারে। পেপারমিন্টে মেন্থল নামক যৌগ রয়েছে, যা ব্যথা-উপশমকারী এবং প্রদাহ বিরোধী বলে মনে করা হয়। উদ্বেগ এবং স্ট্রেস কমাতেও পেপারমিন্ট চা উপকারী।

এই খাবারগুলি রাতে না খাওয়াই ভালো

দিনের যে কোনও সময় ইচ্ছেমতো সব খাবার খাওয়া ঠিক নয়। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। এমন কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলি রাতে এড়িয়ে চলাই ভালো। যেমন রাতে দই খেলে অনেকেরই হজমের সমস্যা হয়। বিশেষ করে যাদের সর্দি-কাশির সমস্যা আছে তাদের রাতে টক দই না খাওয়াই ভালো।

চিকিতকদের মতে, সূর্য ডোবার পর দই খেলে শরীরের ভেতরে মিউকাস জমতে শুরু করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সর্দি-কাশির প্রকোপ বাড়ে। একান্তই যদি দই খেতে হয়, তা হলে ঘোল খেতে পারেন। অনেকেই রাতে রুটি খেতে পছন্দ করেন।

কারও বাড়িতে আটার রুটি হয়, কেউ আবার ময়দার রুটি খেতে পছন্দ করেন। তবে আটা-ময়দার তৈরি যে কোনও খাবার হজম করতে বেশ সময় লাগে। যাদের অনেক রাত করে খাওয়ার অভ্যাস, তাদের আটা-ময়দার তৈরি খাবার রাতে না খাওয়াই ভাল। এতে হজমের সমস্যা হয়।

স্থূলতারও ঝুঁকি থাকে। অনেকেই ডায়েটের কারণে রাতে সালাদ খান। তবে কাঁচা শাকসবজির সালাদ রাতে না খাওয়াই ভাল। শাকসবজিতে ভরপুর পরিমাণে ফাইবার থাকে।

রাতে ফাইবার হজম করতে অনেকেরই বেশ সমস্যা হয়। সেক্ষেত্রে দুপুরে বা সকালে কাঁচা সালাদ খান। তবে রাতে খেলে অল্প অলিভ অয়েলে নাড়াচাড়া করে খাওয়া ভালো। রাতে চকোলেট, কফি জাতীয় জিনিস খেলে ক্যাফিনের কারণে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

রোজ একটু করে খেতে পারলে কোনওদিন শরীরে ক্যালশিয়ামের অভাব হবে না

হাড়ের জোর বাড়াতে, দাঁতের ক্ষয় রুখতে ভূমিকা রয়েছে পোস্ত দানার। কারণ এই পোস্তর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ক্যালশিয়াম, যা হাড় গঠনের প্রধান উপকরণ। শরীরের কাঠামো তৈরি হয় এই হাড় দিয়েই। এবার হাড় দুর্বল হয়ে গেলে চলাফেরা করাই কঠিন হয়ে যায়। আর তখন শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে একই সঙ্গে নানা সমস্যাও জাঁকিয়ে বসে শরীরে। তবে পোস্তকে একরকম নেশার দ্রব্য বলেই এখনও গণ্য করা হয়। কিন্তু ঠিকভাবে পোস্ত খেতে পারলে তার উপকারিতা অনেক। পোস্ত বীজের মধ্যে রয়েছে ক্যালশিয়াম, আয়রন, ফাইবার, প্রোটিন, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, জিঙ্ক, কপার, সেলেনিয়াম এবং ভিটামিন ই। আর তাই যে সব কারণের জন্য পোস্ত অবশ্যই খাবেন- হাড়ের দুর্বলতা দূর করতে- পোস্তর মধ্যে রয়েছে ক্যালশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেশিয়াম এবং জিঙ্ক। যে কারণে পোস্ত হাড়ের ব্যথা কমাতে সক্ষম। পাবমেড সেন্ট্রাল-এর গবেষণায় উঠে এসেছে পোস্তর মধ্যে এই সব উপাদান শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও পোস্তর মধ্যে থাকে ফাইবার। যা অনেকক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখে আর সেই সঙ্গে হজমেও কিন্তু সাহায্য করে। গরমের দিনে কাঁচাপোস্ত, কাঁচা পেঁয়াজ আর গরম ভাতেই পেট ঠান্ডা থাকে। যে কোনও ব্যথা কমাতে- পোস্ত বীজের মধ্যে থাকে মরফিন, কোডাইন, থেবাইনের মত উপাদান। ব্যথা উপশমে এই সবকটি উপাদান খুব ভাল কাজ করে। যে কারণে পেইন কিলার হিসেবেও পোস্ত খাওয়া যায়। তবে প্রক্রিয়াবিহীন পোস্ত খাওয়া কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়।দ্ব হার্ট ঠিক রাখতে- পোস্ত দানার মধ্যে রয়েছে পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, যা কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে থাকে স্বাস্থ্যকর চর্বি, আর এই চর্বি হার্টের জন্য খুবই উপকারী। পোস্ত কিন্তু সঠিক ভাবে খেতে হবে যদি ঠিকমতো উপকার পেতে হয়। অনেকেই বলছেন সকালে খালি পেটে পোস্ত খেতে। এছাড়াও পোস্ত, কাজু একসঙ্গে বেটে রান্না করলে কিন্তু তার ততটাও স্বাস্থ্য উপকারিতা থাকে না। সবথেকে ভাল যদি কাঁচা পোস্ত খাওয়া যেতে পারে।

অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশন নয়তো?

ভোরে ঠাণ্ডা বাতাস আর বেলা বাড়তেই গরম। আবার সন্ধ্যার বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে আসে, ক্ষণে ক্ষণে বদলায় প্রকৃতি। সব মিলিয়ে খামখেয়ালি আবহাওয়া। তার ফলে ঘরে ঘরে জ্বর, সর্দি, কাশি। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা।

চিকিতকদের পরিভাষায় অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশন বা ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেসে ভুগছে শিশুরা।

এই সময়ে কীভাবে সুস্থ রাখবেন সন্তানকে? জেনে নিন:

কীভাবে বুঝবেন আপনার শিশু অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশনে ভুগছে?

উপসর্গ

- তিন দিনের বেশি জ্বর।
- নাক দিয়ে জল পড়া।
- গলা ব্যথা।
- সারা শরীরে ব্যথা।
- বমি।
- পাতলা পায়খানা।
- দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়া।

এই অবস্থা দেখা দিলে করণীয়:

- শিশুকে বেশি পরিমাণে তরল খাবার খাওয়ান।
- পাতলা পায়খানা হলে শিশুকে স্যালাইন খাওয়ান।
- জ্বর না কমলে গা মুছিয়ে দিতে হবে। শিশুর জ্বর, খাওয়ার পরিমাণ, প্রস্রাবের পরিমাণের কমছে কিনা, সেদিকে নজর রাখুন। পরিবারের খুদে সদস্যকে বাসক এবং তুলসি পাতার রস খাওয়ান। তিন দিনের বেশি জ্বর, শিশুদের প্রস্রাব কমে যাওয়ার, সারাক্ষণ ঝিমুনি, স্বাভাবিকের থেকে দ্রুত শ্বাস নিলে অবশ্যই শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে যান।

শিশু যাতে অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশনে না ভোগে তাই আগাম সতর্কতা নিন। - বারবার সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন। শিশুকেও তা শেখান। - বাইরে থেকে এসে তাড়াতাড়ি জামাকাপড় বদল করুন। - ভিড় থেকে শিশুকে দূরে রাখুন। মাস্ক ব্যবহার করুন।

- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল ব্যবহার করুন। - অসুস্থ শিশুকে ভুলেও স্কুলে পাঠাবেন না।
- শিশুকে বারবার হালকা গরম পানীয় খাওয়ান।

ভারতের জন্য টেলিকম প্রযুক্তি শুধুমাত্র শক্তির ধরণ নয়, ক্ষমতায়নের একটি মিশন : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.) : ভারতের জন্য টেলিকম প্রযুক্তি শুধুমাত্র শক্তির ধরণই নয়, ক্ষমতায়নের একটি মিশনও। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভারত ১২০ দিনের মধ্যে ১২৫টিরও বেশি শহরে ৫জি সংযোগ চালু করেছে। ভারত আসন্ন বছরগুলিতে ১০০ ৫জি ল্যাব স্থাপন করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার নতুন দিল্লিতে নতুন আন্তর্জাতিক টেলি যোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) এরিয়া অফিস এবং উদ্ভাবনী কেন্দ্রের সূচনা করেছেন। রাষ্ট্রসংঘের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিশেষ এই সংস্থা আইটিইউ-এর সদর দফতর হল জেনিভায়। গত বছর মার্চে ভারত এই এরিয়া অফিস গড়ে তোলার জন্যে আইটিইউ-এর সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হয়।

এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ৫জি-র ৬ মাসের মধ্যেই আমরা ৬জি প্রযুক্তি সম্পর্কে কথা বলছি। এতেই ভারতের আস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ভারতে প্রতি মাসে ৮০০ কোটিরও বেশি ইউপিআই-ভিত্তিক ডিজিটাল পেমেন্ট করা হয়। প্রতিদিন ৭ কোটিরও বেশি ই-অথেন্টিকেশন হয়। প্রত্যক্ষ সুবিধা স্থানান্তরের মাধ্যমে নাগরিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২৮ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সরাসরি স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভারত যখন জি-টোয়েন্টির সভাপতিত্ব করছে, তখন আমাদের অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে একটি হল আঞ্চলিক বিভাজন কমানো। দক্ষিণ গোলার্ধ প্রযুক্তিগত বিভাজন দূর করার জন্য বড় ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে। আইটিইউ এরিয়া অফিস এবং ইনোভেশন সেন্টারও এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

মেগা রক্তদান শিবির নিয়ে বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন কর্পোরেটর অভিষেক দত্ত।

অমৃতপালের বাইক খুঁজে পেল পুলিশ, খালিস্তানি নেতা এখনও বেপাত্তা

জলন্ধর, ২২ মার্চ (হি.স.): এখনও বেপাত্তা খলিস্তানি নেতা অমৃতপাল সিং। গত ১৮ মার্চ থেকে তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে পঞ্জাব পুলিশ। ইতিমধ্যেই অমৃতপালের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস এবং জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করেছে পঞ্জাব পুলিশ। খলিস্তানি নেতাকে খুঁজে বার করতে বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সাহায্যও নিচ্ছে তারা।

এরইমধ্যে অমৃতপালের মোটরবাইক খুঁজে পেল পঞ্জাব পুলিশ। জলন্ধরের এসএসপি স্বর্ণদ্বীপ সিং বলেছেন, "ওয়ারিস পাঞ্জাব দে"-এর প্রধান অমৃতপাল সিং যে বাইকে করে পালিয়েছিল, সেটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার আবার অমৃতপালের জলন্ধরের বাড়িতে যায় পঞ্জাব পুলিশ। জলন্ধরের জাল্লুপুর খেরা গ্রামে অমৃতপালের বাড়ি। কোথায় উধাও হয়ে গেল অমৃতপাল, এখন এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন পঞ্জাব পুলিশের মধ্যে। পঞ্জাব পুলিশকে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া অমৃতপালের পালিয়ে যাওয়ার একটি ভিডিয়ো। সেই ভিডিয়োতে তাঁকে একটি বাইকে চেপে পালাতে দেখা যায়। সেই বাইকটি পুলিশ খুঁজে পেলেও অমৃতপাল এখনও নিখোঁজ।

বড় ধাক্কা কেকেআর শিবিরে, সম্ভবত আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন শ্রেয়াস আইয়ার

মুম্বই, ২২ মার্চ (হি.স.) : ফের দুঃসংবাদ ভারতীয় ক্রিকেট শিবিরে। চোটের কারণে আইপিএল ও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ছিটকে যেতে পারেন ভারতীয় মিডিল অর্ডার ব্যাটার শ্রেয়াস আইয়ার। বিসিসিআই সূত্রে খবর, শ্রেয়াস আগামী চার থেকে পাঁচ মাস মাঠের বাইরে থাকতে পারেন। জানা গিয়েছে, ২৮ বছর বয়সি ডানহাতি ব্যাটার শ্রেয়াসের পিঠে চোটের কারণে অস্ত্রোপচার হবে। এর ফলে তিনি গোটা আইপিএল খেলতে পারবেন না। যা কেকেআরের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি ভারত-অস্ট্রেলিয়া মধ্যে আগামী ৭ থেকে ১১ জুন ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালও তাঁকে পাবে না ভারতীয় শিবির।

শ্রেয়াস আইয়ারের অনুপস্থিতিতে ধাক্কা খেতে চলেছে কেকেআরও। তিনি ছিলেন দলের অধিনায়ক। গোটা মরসুমের জন্যে কাকে অধিনায়ক করা হবে, তা ভাবতে গিয়ে মাথার চুল ছেঁড়ার অবস্থা হয়েছে দলের। তাঁর অনুপস্থিতিতে দু'বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের জন্য যা বড় ধাক্কা। কারণ শ্রেয়াস কেকেআরের অধিনায়কের পাশাপাশি টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশের একজন গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার। গত বছর তাঁকে ১২.২৫ কোটি টাকা দিয়ে কিনেছিল কেকেআর। তাঁর হাতেই দলের দায়িত্বও দিয়েছিল কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট। তাই তাঁর ছিটকে যাওয়া অনেকটাই ব্যাকফুটে ফেলল কলকাতা শিবিরকে।

চিপকে ডু অর ডাই ম্যাচে টস হারল ভারত, প্রথমে বোলিং শুরু রোহিতদের

চেন্নাই, ২২ মার্চ (হি.স.) : মুম্বইয়ের লো স্কোরিং প্রথম একদিনের ম্যাচে লড়াই করে জিততে হয়েছে ভারতকে। পরে বিশাখাপত্তনমের দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে একতরফা হারের মুখ দেখতে হয় টিম ইন্ডিয়াকে। এই অবস্থায় চেন্নাইয়ে সিরিজের তৃতীয় তথা নির্ণায়ক ওয়ান ডে ম্যাচে ফের সম্মুখসমরে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। চিপকে যারা শেষ হাসি হাসবে, ট্রফি হাতে তুলবে তারাই। আপাতত চাপ বেশি ভারতের উপরেই। কেননা ভাইজ্যাগে ব্যাটে-বলে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে টিম ইন্ডিয়া। সেদিক থেকে রোহিত শর্মাদের সামনে এটা ভুল-ভ্রান্তি শুধরে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। বুধবার চেন্নাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টস হেরে প্রথমে বোলিং করছে ভারত। ডু অর ডাই এই ম্যাচে সিরিজ ভারত সিরিজ নিজের দখলে রাখতে পারবে কিনা, এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে ভারতীয় শিবিরজুড়ে। এদিকে ডেভিড ওয়ার্নারের অনুপস্থিতিতে সিরিজের প্রথম ২ ম্যাচে ট্রেভিস হেডের সঙ্গে ওপেন করতে নামেন মিচেল মার্শ। ওপেনার হিসেবে ২টি ম্যাচেই সফল হন তিনি। তাই ওয়ার্নার দলে ফিরলেও চেন্নাইয়ের তৃতীয় ওয়ান ডে ম্যাচে ওপেনিং জুটি বদলায়নি অস্ট্রেলিয়া। হেডের সঙ্গে শুরুতে ব্যাট করতে নামেন মার্শ।

রাষ্ট্রপতি মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং অমিত শাহ জানালেন বিহার দিবসের শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার বিহার দিবস উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি মুর্মু এদিন টুইট করেছেন, "বিহার দিবসে রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা। ভগবান মহাবীর, ভগবান বুদ্ধ এবং গুরু গোবিন্দ সিং জির সঙ্গে যুক্ত এই গৌরবময় ভূমি গণতন্ত্রের জননীও। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বিহারের পরিশ্রমী ও মেধাবীরা উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির নতুন গল্প লিখবে।

মোদী টুইটে লিখেছেন, "বিহার দিবসে আমাদের রাজ্যের সকল ভাই ও বোনদের অনেক অনেক অভিনন্দনে। সমৃদ্ধ ইতিহাস ও প্রাণবন্ত সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত, বিহারের জনগণ দেশের উন্নয়নে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অতুলনীয় অবদান রাখছে। নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দিয়ে তিনি তৈরি করেছেন বিশেষ পরিচিতি। শাহ টুইটে লিখেছেন, "সকলকে 'বিহার দিবস'-এর শুভেচ্ছা। প্রাচীন কাল থেকেই বিহার ভারতের শিক্ষা ও নীতির কেন্দ্র ছিল। মোদীজির নেতৃত্বে আমরা ভারতের এই মুকুট রত্নটির প্রতিপত্তি, সমৃদ্ধি এবং গৌরব পুনরুদ্ধার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি রাজ্যের মানুষের অব্যাহত সমৃদ্ধি কামনা করি।

ব্রিটিশ হাইকমিশনের বাইরে থেকে সরিয়ে দেওয়া হল ব্যারিকেড, কিছুই বললেন না মুখপাত্র

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.): দিল্লিতে ব্রিটিশ হাইকমিশনের বাইরে থেকে সরিয়ে দেওয়া হল ব্যারিকেড। বুধবার ব্রিটিশ হাইকমিশনার অ্যালেক্স এলিসের বাসভবনের বাইরে থেকে ব্যারিকেড সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন এ বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। ব্রিটিশ হাইকমিশনের একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'নিরাপত্তার বিষয়ে আমরা কোনও মন্তব্য করি না।' বুধবার আচমকাই দেখা যায় ব্রিটিশ হাইকমিশনার অ্যালেক্স এলিসের বাসভবনের বাইরে থেকে ব্যারিকেড সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে সরকারিভাবে কিছু জানা যায়নি।

বসিরহাটে ঘর থেকে শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

বসিরহাট, ২২ মার্চ (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট পৌরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের নৈহাটিতে ঘর থেকে শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম কৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার (৫২)। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০ বছর আগে স্কুলে চাকরি পান কৃষ্ণপ্রসাদ। তিনি বাকরা উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে খাবার খেয়ে নিজের ঘরে চলে যান কৃষ্ণপ্রসাদ। পাশের ঘরে ছিল তার স্ত্রী। বুধবার সকালে স্ত্রীর বারবার ফোন করেও শিক্ষকের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। এরপর তার ঘরের দরজা ভেঙে কৃষ্ণ প্রসাদকে ঘরের ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বসিরহাট থানার পুলিশ। তাকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা কৃষ্ণপ্রসাদকে মৃত ঘোষণা করেন। তবে নিহতের কাছ থেকে কোনো সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। তদন্ত শুরু করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ।

কুপওয়ারায় মা শারদা মন্দিরের উদ্বোধন করলেন অমিত শাহ, মেহবুবা বললেন খুব ভালো উদ্যোগ

শ্রীনগর, ২২ মার্চ (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় মা সারদা মন্দিরের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার সকালে দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মা সারদা মন্দিরের উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মা শারদা মন্দির উদ্বোধন করার পর অমিত শাহ বলেছেন, 'শুভ দিনে ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে মাতা শারদার মন্দির। আজ আমি সেখানে নেই, তবে যখনই আমি জম্মুতে যাব, এই মন্দিরে প্রার্থনা করার পরে আমার সফর শুরু হবে।'

মিলল না স্বস্তি, ইডি-র মামলায় ৫ এপ্রিল পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে সিসোদিয়া

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.): দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়াকে আগামী ৫ এপ্রিল পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠাল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। দিল্লি আবগারি নীতিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর মামলায় ৫ এপ্রিল পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে মনীশ সিসোদিয়াকে।

গত ১৭ মার্চ মনীশ সিসোদিয়াকে ৫ দিনের জন্য ইডি-র হেফাজতে পাঠিয়েছিল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় সিসোদিয়াকে বুধবার ফের আদালতে পেশ করা হয়। তাঁকে এবার ইডি-র হেফাজতে না পাঠিয়ে, আগামী ৫ এপ্রিল পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

মনীশ সিসোদিয়া এদিন আদালতে অনুরোধ জানান, বিচার বিভাগীয় হেফাজতে থাকাকালীন তাঁকে কিছু ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক বই রাখতে দেওয়া হোক। সিসোদিয়ার আর্জি শুনে আদালত বলেছে, আপনি এ বিষয়ে আবেদন করুন, আমরা অনুমতি দেব।

ডাকঘরে পোস্টমাস্টারের অস্বাভাবিক মৃত্যু

মুর্শিদাবাদ, ২২ মার্চ (হি. স.) : ডাকঘরের মধ্যেই অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক পোস্ট মাস্টারের। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া থানার প্রতাপপুরে।

প্রতাপপুর পোস্ট অফিসের মধ্যেই পোস্টমাস্টারের ঝুলন্ত দেহ দেখে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃতের নাম প্রদ্যুৎ তেওয়ারি ওরফে তপু (৫০) বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন।

ঠিক কী কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন তার তদন্ত শুরু করেছে হরিহরপাড়া থানা পুলিশ। তবে সুইসাইড নোট ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে তিনি এক প্রোমোটারের কাছে লক্ষাধিক টাকা পাবেন বলে সুইসাইড নোটে লিখেছেন। মৃত্যুর পর নিজের সন্তানকে চাকরি দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন ওই সুইসাইড নোটে।

তবে গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এলাকার প্রচুর মানুষের হাজার হাজার টাকা পোস্ট অফিসে জমা দেওয়ার নাম করে তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন। সেই টাকার প্রকল্প মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময়ে ফেরত না পাওয়ার কারণে ক্রমশ চাপ বাড়ছিল তাঁর উপর। সে কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ। এদিকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বহরমপুর মর্গে পাঠানো হয়েছে।

চাকরি নিয়ে মদনের মন্তব্যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি. স.) : আগামী দিনেও পারলে ফের তৃণমূলকর্মীদের চাকরি দেবেন তিনি। নিয়োগ দুর্নীতির আবহে সামাজিক মাধ্যমে এই বিতর্কিত মন্তব্য করলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্র। এই মন্তব্যে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া। প্রতিক্রিয়া চাইলে সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'মদনবাবুর কথায় উত্তর দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। হলফনামা দিয়ে তৃণমূল বলেই দিক না! শিক্ষামন্ত্রী তো আরও খারাপ কথা বলেছেন! বলেছেন, আইনি কোটায় যাঁকে খুশি চাকরি দিতে পারেন। অর্থাৎ তৃণমূলের হয়ে যাঁরা মিটিং-মিছিল করে, তাঁদের চাকরি দেবেন। চাকরি তো মিলছে টাকা দিয়ে। এখানে নিয়োগের কী আছে! টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়া কি নিয়োগ! লাজ-লজ্জা থাকলে মাথা নিচু করে, কাপড়ে মুখ ঢেকে রাখা উচিত ছিল। আসলে দলে ক্ষমতা প্রমাণ করছে।'

এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, সুজন চক্রবর্তী কী ভাবে নিজের দলকে প্রাসঙ্গিক করবেন, সেটা তাঁর ব্যাপার। ৩৪ বছর সিপিএম-কে দেখেছেন মানুষ। তাদের তোষণ-শোষণ দেখেছেন। তাদের থেকে রক্ষা পেতেই তৃণমূলকে আনা হয়। মদন যা বলছেন ঠিকই। নিয়ম-নীতি কী? তৃণমূলের নিয়ম-নীতি, সংস্কৃতি যে, নিজের দলের কর্মীদের থেকে ৮-১০ লক্ষ নিয়ে চাকরি দাও। মেধাকে প্রতারিত করো। সেই কাজই হয়েছে।'

নেপালের দাইলেখে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত তিন

কাঠমাণ্ডু, ২২ মার্চ (হি.স.) : নেপালের পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা দাইলেখে বুধবার সকালে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। দাইলেখের প্রশাসনিক কর্তা গণেশ প্রসাদ কৈরালা বলেছেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে গ্যাস সিলিন্ডার বহনকারী মিনি ট্রাকটি ব্রেক ব্যর্থতার কারণে দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিল। দুর্ঘটনায় নিহত হন মিনি ট্রাক চালক কৃষ্ণ চৌধুরী, শ্রমিক লক্ষ্মীরাম চৌধুরী ও বিষ্ণু চৌধুরী।

বিহার প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি ধনখড়

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.) : বিহার রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে বিহারের বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। বুধবার তিনি একটি টুইটে লিখেছেন যে বিহারের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, স্বতন্ত্র রন্ধনপ্রণালীর কারণে ভারতে বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি বলেন, অমৃত কালের ভারতের উত্থানে বিহারের উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিশেষ ভূমিকা থাকা উচিত।

হিন্দু নববর্ষ ও নবরাত্রির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান

ভোপাল, ২২ মার্চ (হি.স.) : রাজ্যের জনগণকে হিন্দু নববর্ষ এবং চৈত্র নবরাত্রির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

এদিন চৌহান তাঁর টুইট বার্তায় বলেছেন, হিন্দু নববর্ষ বিক্রম সংবত ২০৮০, চৈত্র নবরাত্রি এবং গুডি পোয়ার শুভ উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা। তিনি বলেন, নতুন বছর সবার জন্য মঙ্গলময় হোক এবং জীবনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুখ বয়ে আনুক, এই প্রার্থনা দেবী মায়ের কাছে।

যে সমস্ত দেশ ডিজিটাল রূপান্তর করতে চাইছে, তাঁদের জন্য ভারত একটি রোল মডেল : ডোরিন বোগদান

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.) : যে সমস্ত দেশ ডিজিটাল রূপান্তর করতে চাইছে, তাঁদের জন্য ভারত একটি রোল মডেল। বললেন আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল ডোরিন বোগদান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার নতুন দিল্লিতে নতুন আন্তর্জাতিক টেলি যোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর এরিয়া অফিস এবং উদ্ভাবনী কেন্দ্রের সূচনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানেই আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল ডোরিন বোগদান বলেছেন, যে সমস্ত দেশ ডিজিটাল রূপান্তর করতে চাইছে তাঁদের জন্য ভারত একটি রোল মডেল। ভারত হল বিশ্বের অন্যতম বড় স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম, ডিজিটাল পেমেন্ট মার্কেট এবং প্রযুক্তিগত কর্মশক্তির আবাসস্থল।

আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল ডোরিন বোগদান আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর দূরদৃষ্টি ও নেতৃত্বে ডিজিটাল ইন্ডিয়া আধার, ইউপিআই এবং অন্যান্যের মতো গেম পরিবর্তনকারী উদ্যোগের সঙ্গে প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং অভিযোজনে দেশকে এগিয়ে রেখেছে। তাঁর কথায়, ভারতে উদ্ভাবন দ্রুতগতিতে এবং কম খরচে হচ্ছে, এর আগে কখনও এমনটা দেখা যায়নি।

রাষ্ট্রসংঘের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিশেষ এই সংস্থা আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর সদর দফতর হল জেনিভায়। গত বছর মার্চে ভারত এই এরিয়া অফিস গড়ে তোলার জন্যে আইটিইউ-এর সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হয়। নতুন আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন এরিয়া অফিস এবং ইনোভেশন সেন্টার নতুন দিল্লি থেকে কাজ করবে এবং ভারত, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান এবং ইরানকে সেবা প্রদান করবে।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদ্‌যাপন কমিটি বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন।

সিভিক পুলিশ থেকে সংস্থার ডিরেক্টর, শান্তনু-'ঘনিষ্ঠ' সেই নিলয় হাজির ইডির দফতরে

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি. স.) : বুধবার তলব পেয়ে শান্তনু-'ঘনিষ্ঠ' নিলয় মালিক সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে নথিপত্র হাতে হাজির হন। সিভিক পুলিশ থেকে একটি প্রোমোটিং সংস্থার ডিরেক্টর হয়ে গিয়েছিলেন নিলয়। নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত নিলয়ের সেই প্রোমোটিং সংস্থার আরেক অংশীদার ছিলেন শান্তনুর স্ত্রী। এমনই জানা গিয়েছিল ইডি সূত্রে। কিন্তু গত দেড় বছরে হঠাৎই বদলে যায় দু'জনের সম্পর্কের সমীকরণ। হুগলির তৎকালীন তৃণমূল নেতা (অধুনা বহিষ্কৃত) শান্তনুর স্ত্রীর সংস্থা থেকে নাম সরে যায় নিলয়ের।

ইডি জানতে পেরেছিল, তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। সেই সুসম্পর্ক থেকেই শান্তনুর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার প্রোমোটিংয়ের ব্যবসায় অন্যতম অংশীদার হয়েছিলেন নিলয়। তাঁর নামে গাড়ি এমনকি, সম্পত্তিও কিনেছিলেন শান্তনু। যদিও ইডির কাছে নিলয় দাবি করেছেন, শান্তনুর সঙ্গে অতীতে তাঁর সুসম্পর্ক থাকলেও গত দেড় বছর ধরে তিক্ততা তৈরি হয়েছে।

ইডি সূত্রে খবর, নিলয়কে এর আগে বলাগড়ে শান্তনুর রিসর্টে ডেকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন তদন্তকারীরা। তবে সেদিন খুব বেশি কথা হয়নি। পরে ইডিই তাঁকে ডেকে পাঠায় সিজিওতে। ইডি সূত্রে খবর, শান্তনুর স্ত্রীর সংস্থায় ডিরেক্টর থাকাকালীন যে সমস্ত নথি নিলয়ের কাছে ছিল, তা দেখতে চেয়েছেন তদন্তকারীরা। সেই সব নথিই সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তিনি। গত ১৮ মার্চ হুগলির বলাগড়ে শান্তনুর রিসর্টে তল্লাশি চালান ইডির তদন্তকারীরা। শান্তনু-ঘনিষ্ঠ নিলয় এবং বিশ্বরূপ প্রামাণিককে সেখানে ডেকে পাঠান ইডির তদন্তকারীরা। রিসর্টেই তাঁদের শান্তনুর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে নানা প্রশ্ন করা হয়। ইডি সূত্রের খবর, শান্তনু এক সময় নিলয়ের নামে একটি গাড়ি কিনেছিলেন। সে বিষয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে।

সূত্রের খবর, শান্তনুর নিজের একটি ধাবা রয়েছে। নিলয়ও একটি ধাবা খুলেছেন। এই ধাবাকে কেন্দ্র করে তাঁদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, দেড় মাস আগেও সিভিক পুলিশের চাকরিটি ছিল নিলয়ের। তবে তার পর তিনি ওই চাকরি ছেড়ে দেন।

রাজ্যভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব শুরু ২৫শে

আগরতলা।। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও ত্রিপুরা লোকসংস্কৃতি সংসদ দুইদিন ব্যাপী রাজ্যভিত্তিক লোক-বাউল উৎসবের আয়োজন করেছে। ত্রিপুরা লোকসংস্কৃতি সংসদ এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও বিশালগড় পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আগামী ২৫শে এবং ২৬ শে মার্চ ২০২৩ বিশালগড়ের নবনির্মিত টাউন হলে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।
প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী সুশান্ত দেব। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিশালগড় পুর পরিষদের মাননীয় চেয়ারপার্সন শ্রী অঞ্জন পুরকায়স্থ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন শ্রী শানিত দেবরায়, মাননীয় সম্পাদক আজকের ফরিয়াদ এবং শ্রী রতন বিশ্বাস, মাননীয় অধিকর্তা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন শ্রী রতন দেব, মাননীয় সভাপতি, বিশালগড় ব্যবসায়ী সমিতি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ত্রিপুরা লোকসংস্কৃতি সংসদের সভাপতি শ্রী অরুন নাথ।

রক্তদান হচ্ছে মহৎ দান ঃ ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ মার্চ।। রক্তদান করে একজন রক্তদাতা অন্যের জীবন রক্ষা করতে পারে। রক্তদানের কোন বিকল্প নেই। রক্তদান হচ্ছে মহৎ দান। আজ ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসন ও ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত মেগা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। এই রক্তদান শিবিরে ১২৪ জন রক্তদান করেন। ক্রীড়ামন্ত্রী রক্তের চাহিদা ও যোগানের সমতা বজায় রাখতে সকলকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। রক্তদান শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন নীতিশ দে, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার, কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সত্যব্রত নাথ। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, সহকারি সভাধিপতি শ্যামল দাস, কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুশান্ত কুমার সরকার, গৌরনগর ও চণ্ডীপুর ব্লকের বিডিওগণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। কৈলাসহরের লায়ন্স ক্লাব, ভেনাস ক্লাব, স্কাইলার্ক ক্লাব ও কৈলাসহর ব্লাড ডোনার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণও এই শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

সিআইটিইউ

● প্রথম পাতার পর

বাড়ি অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ৩০২ টি ফুটপাতের হকারের দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়েছে ,৫৫ টি দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পাঁচ শতাধিক দোকানে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে , ১২২টি রাবার বাগান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সরকারি বাগান থেকে ২১৫ জনকে ছাটাই করা হয়েছে। এ ধরনের সন্ত্রাস অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে সিআইডিইউ।

জটিলতা

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেদিকে নজর দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ভবিষ্যতে হঠাৎ নিয়ে যাতে এ ধরনের কোন সমস্যা তৈরি না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি দাবি জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মঞ্চ তৈরি করবে

● প্রথম পাতার পর

বিনিয়োগের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এগুলি গ্রহণ করা হবে।
দ্য ইকোনমিস্টের সর্বশেষ সংখ্যায় বলা হয়েছে, এত দ্রুত গতিতে অভূতপূর্ব পরিকাঠামোগত পরিবর্তন ভারতকে ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে সহায়তা করবে।
এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের মূলধন ব্যয়ের প্রায় ১১ শতাংশ হবে সড়ক ও রেল খাতে, যা ২০১৪-১৫ সালে ছিল ২.৭৫ শতাংশ।পরিকাঠামো যদি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিভাগ হত, তবে এটি অর্থ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পরে তৃতীয় বৃহত্তম বাজেট হত। এই "উদার ব্যয়ের" লক্ষ্য হল ভারতের অভ্যন্তরে লজিস্টিকের খরচ আজকের জিডিপির প্রায় ১৪ শতাংশ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ৮ শতাংশে নামিয়ে আনা।
পরিকাঠামোখাতে ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আমলাতান্ত্রিক সংস্কার এমন গতিতে করা হচ্ছে যা আগে কখনও দেখা যায়নি। আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তর করা হচ্ছে এবং লাল ফিতার বাঁদন মুক্ত করা হচ্ছে।
পরিকাঠামোর ব্যয়ের মূলে রয়েছে প্রথম দেশীয় ভাবে ডিজাইন করা ও নির্মিত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, যা ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার বেগে চলে, মুম্বাই ও দিল্লি এবং পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দুটি নতুন পণ্যবাহী করিডোর, দ্রুত গতিতে পণ্য পরিবহনের জন্য বৈদ্যুতিক ট্র্যাক, বছরে ১০,০০০ কিলোমিটার সড়ক মহাসড়কের দৈর্ঘ্য যুক্ত করা, বিমানবন্দরের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ গড়ে তোলা।
ভারত গত আট বছরে ৫০,০০০ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক যুক্ত করেছে, যা আগের আট বছরের তুলনায় দ্বিগুণ। গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২০১৪ সালে ৩,৮১,০০০ কিলোমিটার থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে ৭,২৯,০০০ কিলোমিটার হয়েছে।
একই সময়ে, বিমানবন্দরের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ১৪৮ টিতে দাঁড়িয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ যাত্রী ২০১৩ সালে ৬০ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ২০১৯ সালে ১৪১ মিলিয়নে পৌঁছেছে। আগামী ১০ বছরে যাত্রী পরিবহন ৪০০ মিলিয়নে উন্নীত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও ২০২২ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে নবায়নযোগ্য জ্বালানির সক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে এবং দেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ইনস্টলড ক্যাপাসিটিতে বিশ্বব্যাপী চতুর্থ বৃহত্তম।
ব্রডব্যান্ড সংযোগ ২০১৪ সালে ৬১ মিলিয়ন থেকে গত বছর ৮১৬ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। ২০১৬ সালে চালু হওয়া মোবাইল ভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেম ডিজিটাল লেনদেনের অর্ধেকেরও বেশি হচ্ছে।
দ্য ইকোনমিস্ট বলেছে, 'নতুন পরিবহন পরিকাঠামোর রূপান্তরকারী শক্তিতে মোদির বিশ্বাস ভালভাবে বিচার করা হচ্ছে। ভারত যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে চায় তার জন্য এটি একটি পূর্বশর্ত। এটি একটি ক্রমবর্ধমান জোয়ার যা ভারতের সমস্ত অংশকে তুলে ধরবে।

মোহনপুরে

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিক। যার বাজার মূল্য প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা হবে বলে দাবি করেছেন তিনি। সাথে দুই নেশাপাচারকারীকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, জানান তিনি।
ওই পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সুত্রে তাঁদের কাছে খবর আসে একটি মারুতি গাড়ি করে প্রচুর পরিমান ইয়াবা টেবলেট পাচার করা হবে। ওই খবরের ভিত্তিতে বুধবার বিকাল সাড়ে তিনটা নাগাদ পানিসাগরের চামটিলা এলাকায় নাকা চেকিং এ আসাম রাইফেলস ও পানিসাগর থানার পুলিশ অপেক্ষা করছিলেন। গাড়িটি আসা মাত্র আটক করে তাতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ছয় হাজার ইয়াবা টেবলেট উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তারা বহিরাজ্য থেকে এই ট্যাবলেট গুলো সংগ্রহ করে আগরতলার উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি।
সাথে তিনি আরও জানিয়েছেন, দামছড়ার গান্ধিটিলা এলাকার বাসিন্দা জাকির হুসেন ও আবুল হুসেন নামে দুই যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উদ্ধারকৃত ইয়াবা টেবলেটের মূল্য আনুমানিক দেড় লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক। পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে সুনির্দির্ষ মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সায়েন্স সভা

● প্রথম পাতার পর

রেসপন্স সিস্টেম, ক্যামিকেল, বায়োলজিক্যাল, রেডিওলোজিক্যাল ও নিউক্লিয়ার ডিজাস্টার বিষয়ে একদিনের মক এ'রসাইজ ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে জি-২০ এর বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করেন ত্রিপুরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির স্টেট প্রোজেক্ট অফিসার ড. শরৎ কুমার দাস। তিনি কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল, রেডিওলোজিক্যাল এবং নিউক্লিয়ার ডিজাস্টার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই ধরনের ডিজাস্টার হলে কিভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। সিবিআরএন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এবং উইপন্স অব মাস ডেস্ট্রাকশান নিয়ে কর্মশালায় আলোচনা করেন এনডিআরএফ'র গোকুলনগর ফাস্ট ব্যাটেলিয়ানের আইএনএসপি অজিত কুমার। আগামীদিনে আমাদের সকলকে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য কিভাবে নিজেদের প্রস্তুত রাখতে হবে সে বিষয়েও আলোচনা করেন। কর্মশালায় ইন্সিডেন্ট রেসপন্স সিস্টেম বিষয়ে আলোচনা করেন ডিএসপি বিপ্লব কুমার দেব। কর্মশালার পর আয়োজিত হয় মক এ'রসাইজ। মক এ'রসাইজে জীবানু বোমা অ্যাটাক হলে তার মোকাবিলা কিভাবে করতে হবে সে বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন এবং সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন কার্যালয় এই কর্মসূচি রূপায়ণে সহায়তা করে।

মরণোত্তর

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, ঘোষণা হয়েছিল আগেই। বুধবার আনুষ্ঠানিক ভাবে ৫৪ জনের হাতে পদ্ম-সম্মান তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার বিকেলে রাষ্ট্রপতি ভবনে হয় পদ্ম সম্মান বিতরণ অনুষ্ঠান।
প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী এসএম কৃষ্ণ বুধবার রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পদ্ম সম্মান গ্রহণ করেন। পদ্মভূষণ সম্মান গ্রহণ করেন শিল্পপতি কুমারমঙ্গলম বিড়লা, সঙ্গীতশিল্পী সুমন কল্যাণপুর, শিক্ষাবিদ কপিল কপূর এবং ধর্ম প্রচারক কমলেশ ডি পটেল। এ ছাড়া ৪৭ জনের হাতে পদ্মশ্রী সম্মান তুলে দেন রাষ্ট্রপতি।প্রসঙ্গত, এ বছর মোট ১০৬ জনকে পদ্মসম্মান দেওয়া হচ্ছে, যার মধ্যে পদ্মবিভূষণ পাচ্ছেন ৬ জন। ৯ জন পাচ্ছেন পদ্মভূষণ সম্মান। পদ্মশ্রী দেওয়া হচ্ছে ৯১ জনকে। মরণোত্তর পদ্মসম্মান পেয়েছেন তিন জন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিংহ যাদব এবং বাঙালি চিকিৎসক তথা ওআরএসের উদ্ভাবক দিলীপ মহলানবিশ এবং স্থপতি বালকৃষ্ণ দোশি।

নেতাদের বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচনের স্বার্থে এবং বিশিষ্ট আইটি পেশাদার এবং ক্রিপ্টোগ্রাফারদের মতামত শোনার জন্য ডাকা হয়েছে।
উল্লেখ্য, বিরোধী কিছু দল বারবার অভিযোগ তুলেছে ভোটে ইভিএম বাতিল করে ব্যালট ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে। এর সপক্ষে তাদের বক্তব্য, বিশ্বের বড় গণতন্ত্রগুলিতে এখনও ব্যালটেই ভোটগ্রহণ হয়। ইভিএমে কারচুপি করে বিজেপি ফায়দা লোটে বলে তাদের অনেকের অভিযোগ।

সংশয়

● প্রথম পাতার পর

দিতে হবে। এককাট্টা বিরোধীদের দাবি, যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করতেই হবে। এই পরিস্থিতিতে আগামিদিনে কংগ্রেস ছাড়া বিজেপি বিরোধী কোনও জোট গড়া কতটা সম্ভব, তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে।

দক্ষিণ জেলা শাসককে ডেপুটেশন সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২২ মার্চ।। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে সিপিএম। বিলোনিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক দীপংকর সেন এবং ঋষ্যমখ কেন্দ্রের বিধায়ক অশোক মিত্র এছাড়াও বিলোনিয়া কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক বাসুদেব মজুমদার, বিলোনিয়া সিপিআইএম বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত উপস্থিত ছিলেন। উনারা নির্বাচনের পরে বিলোনিয়া বিভাগ জুড়ে সন্ত্রাসের ঘটনা তুলে ধরেন। এছাড়াও রেগা প্রকল্পে বাম সমর্থকদের কাজ থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে লিখিত অভিযোগ জানান। এছাড়াও দক্ষিণ জেলার বিলনীয়ায় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের একটি জেলা অফিস চালুর দাবী লিখিত ভাবে জানায় প্রতিনিধি দলটি।

মৎস্য উৎপাদনে গুরুত্ব আরোপ মন্ত্রী সুধাংশু দাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। রাজ্যে মৎস্য উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে মৎস্য দপ্তর বড় ধরনের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য মন্ত্রী ও দপ্তরের কর্মকর্তারা বুধবার পুরাতন মান্দাই এলাকা পরিদর্শন করেছেন। ত্রিপুরা মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে পুরাতন মান্দাই এলাকায় মৎস্য উৎপাদনের জন্য বড় প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছে । বুধবার তা খতিয়ে দেখতে যান দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস এবং এবং দপ্তরের আধিকারিকরা।এর পাশাপাশি ওই এলাকাতে সরকারি উদ্যোগে মৎস্য চাষ করে স্বাবলম্বী হচ্ছে এ ধরনের ব্যক্তির বাড়ি গিয়ে পুকুরটি পরিদর্শন করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন মৎস্য চাষে রাজ্যকে স্বয়ংবর করে তোলার লক্ষ্যে মৎস্য দপ্তর বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী মৎস্য চাষীদের সাহায্য সহায়তা করার চেষ্টা করা হবে।

তেলিয়ামুড়ায় বিধায়িকাকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। তেলিয়ামুড়া মার্কেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বুধবার দুপুরে এক অনারম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
তেলিয়ামুড়ার বিধানিকা কল্যাণে সাহা রায়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করল তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন।এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিধায়িকাকে মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সদস্য সদস্যারা ফুল ছিটিয়ে প্রথমে অভ্যর্থনা জানায়। পরে বিধায়িকাকে গলায় উত্তরীয় পরিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে।এই অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জলন করে শুভ সূচনা করেন বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় ছাড়াও তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সম্পাদক মধুসূদন রায়, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র দাস, এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক রঞ্জিত সূত্রধর । সংবর্ধনা গ্রহণ করে বিদায়িকা এলাকার সার্বিক উন্নয়নে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সোনামুড়ায় সিভিল সার্ভিস অফিসার্স এসোসিয়েশনের রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। সোনামুড়া টাউন হলে বুধবার ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো মেগা রক্তদান শিবির। সোনামুড়া টাউন হল প্রাঙ্গণে প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিধায়ক কিশোর বর্মন। উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া মহকুমা শাসক , সোনা মুড়া নগর পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান, মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান, বক্সনগর, নলছড়, কাঠালিয়া, এবং মোহনভোগ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন গন। অনুষ্ঠানের শুরুতে রক্ত দাতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাদের রক্তদানের উৎসাহিত করেন উপস্থিত অতিথিরা। রক্তদান শিবিরে মোট ১২৫ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিধায়ক কিশোর বর্মন বলেন রক্তদানের বিকল্প নেই। রাজ্যে রক্তের ঘাটতি মেটাতে সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন। পাশাপাশি তিনি যারা এদিনের অনুষ্ঠানে রক্ত দান করেছেন তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে স্বেচ্ছা রক্তদান মানিকভান্ডার প্লে সেন্টারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২২ মার্চ।। ত্রিপুরায় রক্ত সঙ্কট নিরসনে সামাজিক সংস্থা ও সংগঠন এবং রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। আর এই আবেদনে সাড়া দিয়ে বুধবার স্বেচ্ছা রক্তদানে এগিয়ে এলো কমলপুরের মানিকভান্ডার এলাকার ক্লাব মানিকভান্ডার প্লে সেন্টার।এদিনের রক্তদান শিবিরে মোট ২০ জন ক্লাব সদস্য রক্তদান করেন। এদিনের রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, ইন্দুভূষণ গোয়ালা এবং কমলপুর ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক আইনজীবী শ্যামল কান্তি পাল প্রমুখ। এদিন বক্তারা স্বেচ্ছা রক্তদানে আরও বেশি সংখ্যায় সাধারণ মানুষকে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করার আহবান জানান। তারা আরো বলেন, কমলপুরে রক্তদানের এক ঐতিহ্য রয়েছে। মানুষ এখানে উৎসবের মেজাজে রক্তদান করেন। সাম্প্রতিক রক্ত সংকট মেটাতে মানুষ এগিয়ে আসবেন বলে তারা আশা প্রকাশ করেন। আগামীদিনে ক্লাবের পক্ষ থেকে এধরণের কর্মসূচি জারি থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এনএসএসের শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ মার্চ।। বুধবার দুপুরে এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম হাই সেকেন্ডারি স্কুলে উদ্বোধন হল সাতদিন ব্যাপী এন এস এস শিবিরের। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমলাসাগর বিধানসভার বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার। তাছাড়া অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ, জেলা পরিষদের এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান সুব্রত চৌধুরী, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার দেবনাথ সহ আরো অনেকেই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বিধায়িকা বলেন জাতীয় সেবা প্রকল্পের এই সাতদিনের স্পেশাল ক্যাম্পে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে ব্রতি হবে। তাছাড়া আজকের ছাত্রছাত্রীরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কাজে অংশ গ্রহন করা উচিত। তবেই সমাজের পাশাপাশি এ রাজ্যের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হবে।

পাঞ্জাবে শান্তি ভঙ্গের অভিযোগে ১৫৪ জন গ্রেফতার

চণ্ডীগড়, ২২ মার্চ (হি.স.) : পঞ্জাবের বেশ কিছু এলাকায় জারি রয়েছে ১৪৪ ধারা । এরই মাঝে রাজ্যে "শান্তি ও সম্প্রীতি" বিঘ্নিত করার অভিযোগে ১৫৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পঞ্জাব পুলিশ । এমনটাই জানিয়েছেন, পঞ্জাব পুলিশের আইজি সুখচেন সিং গিল ।তিনি বুধবার এক প্রেস বিবৃতিতে একথা জানান । আইজি সুখচৈন গিল নিশ্চিত করেছেন যে পঞ্জাবের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্থিতিশীল এবং নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাঁর কথায়, 'রাজ্যের শান্তি ও সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার জন্য মোট ১৫৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।'অন্যদিকে, ঘটনার পর পাঁচ দিন কেটে গেলেও এখনও অধরা অমৃতপাল সিং । পঞ্জাব পুলিশ গত শনিবার থেকে অমৃতপাল সিং এবং তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। আইজি জানান, অমৃতপাল সিংয়ের বিরুদ্ধে একটি লুকআউট সার্কুলার (এলওসি) এবং জামিন অযোগ্য পরোয়ানা (এনবিডব্লিউ) জারি করা হয়েছে । পলাতক অমৃতপালকে গ্রেফতারের চেষ্টা করা হচ্ছে। পঞ্জাব পুলিশ এই কাজে অন্যান্য রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির কাছ থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাচ্ছে বলে তিনি জানান ।

ধামি সরকারের এক বছরের মেয়াদকে ব্যর্থতা বলে অভিহিত করেছে রাজ্য কংগ্রেস

হালদওয়ানি, ২২ মার্চ (হি.স.) : ধামি সরকারের এক বছরের মেয়াদকে ব্যর্থ বলে অভিহিত করেছেন কংগ্রেস রাজ্য সভাপতি করণ মাহারা। তিনি বলেন, সরকার উত্তরাখন্ড পেপার ফাঁস মামলা, অঙ্কিতা ভান্ডারী হত্যা মামলা এবং জোশীমঠ বিপর্যয়ের মতো বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি করণ মাহারা আরও বলেন, রুদ্রপুরে দখল অপসারণের নামে ব্যবসায়ীদের হয়রানি করা হচ্ছে। বিনা নোটিশে ব্যবসায়ীদের দোকান ভাঙা হয়েছে, যা বরদাস্ত করা হবে না।
কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি বলেন, উত্তরাখণ্ডে বেকারদের চাকরি দেওয়ার নামে পেপার ফাঁসের মতো ঘটনা ঘটেছে। অঙ্কিতা হত্যা মামলার ভিআইপির নাম আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। যোশীমঠ উত্তরাখণ্ডের সংস্কৃতি ও ধর্মের কেন্দ্র, এটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাই সরকারের এক বছরের মেয়াদ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, পেপার ফাঁস মামলা হোক বা অঙ্কিতা ভান্ডারী হত্যাকাণ্ড, কেন বিজেপি কর্মীরা জড়িত? মাহারা বিধানসভা অধিবেশন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, সরকার জানত বিরোধী দলের নানা প্রশ্নে বিদ্ধ হবে সরকার, তাই বিধানসভার অধিবেশন শান্তিপূর্ণভাবে চলতে চায়নি সরকার। সরকার এমন একটি ইস্যু সামনে এনেছে, যা কংগ্রেস বিধায়কদের ক্ষোভ বাড়িয়েছে এবং সরকার প্রশ্ন থেকে পালিয়েছে।

দুর্ঘটনার কবলে গাড়ি, জখম এক শিশু সহ চারজন যাত্রী

বাঁকুড়া, ২২ মার্চ (হি. স.) : পুরী থেকে ফেরার পথে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে দুর্ঘটনার কবলে গাড়ি, জখম এক শিশু সহ চারজন যাত্রী ।আহতদের উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে ।এদিন সকালে পুরী থেকে গাড়ি করে দুর্গাপুরে ফিরছিলেন বেনাচিতির বাসিন্দা সুদীপ শর্মা ও আরও একটি পরিবার। আচমকাই বিষ্ণুপুর থানার দু"নম্বর ক্যাম্পের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারে গাড়িটি। এরপরই গাড়িটি রাস্তার ধার থেকে নেমে একটি গাছে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় কার্য্যত দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়িটি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। গাড়িতে আটকে পড়া শিশু সহ চারজন আহত যাত্রীকে উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহতদের পরিবারের দাবি গাড়ির চালক ঘুমিয়ে পড়াতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ গাড়িটি আটক করার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মহড়া হাপানিয়ায় আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক ডিজিস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির উদ্যোগে বুধবার হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এক মগডিল অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে জি টুয়েন্টি সম্মেলন। সম্মেলন উপলক্ষে ডিজিস্টার ম্যানেজমেন্ট অথোরিটি বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কোন ধরনের বিপর্যয় দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ যাতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে উদ্দেশ্যে বুধবার হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনে মগডিল অনুষ্ঠিত হয়। সদর মহকুমা শাসকসহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা এই মকডিল অনুষ্ঠানে শামিল হন। সদর মহকুমা শাসক এ ধরনের মকডিল সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানান আগরতলায় জি-টুয়েন্টি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এধরনের সম্মেলনকে সামনে রেখেই আগাম প্রস্তুতি স্বরূপ এই ধরনের মগডিল করা হচ্ছে।

অমৃতপালের তল্লাশি অভিযানে ধৃতদের আইনি সহায়তা দেবে শিরোমণি আকালি দল

চণ্ডীগড়, ২২ মার্চ (হি.স.) : পলাতক খালিস্তানি নেতা অমৃতপাল সিং-কে খুঁজতে পঞ্জাব পুলিশের তল্লাশি অভিযানে যে শিখ যুবকদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের সবরকম আইনি সাহায্য দেবে শিরোমণি আকালি দল, শিরোমণি আকালি দলের সভাপতি সুখবীর সিং বাদল এমনটাই জানিয়েছেন। সুখবীর সিং বাদল টুইটারে লিখেছেন, 'শিরোমণি আকালি দল পঞ্জাবে চলমান সংবিধান বহির্ভূত তল্লাশি অভিযানে গ্রেফতার হওয়া সমস্ত শিখ যুবকদের সম্পূর্ণ আইনি সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তাঁদের অধিকার যাতে আপ পঞ্জাব পদদলিত করতে না পারে, তা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।'অন্য একটি টুইটে বাদল বলেছেন, 'শিরোমণি আকালি দল নিরীহ শিখ যুবকদের বিশেষ করে অমৃতধারী যুবকদের নিছক সন্দেহের বশে নির্বিচারে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানায় । আমরা এই অভিযানে গ্রেফতার হওয়া সমস্ত নির্দোষদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি করছি ।'তিনি টুইটে আরও লিখেছেন, শিরোমণি আকালি দল ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং সাধারণভাবে পঞ্জাবিদের অধিকার ও বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে শিখদের সুরক্ষার পক্ষে কথা বলেছে ।

াঙ্গন 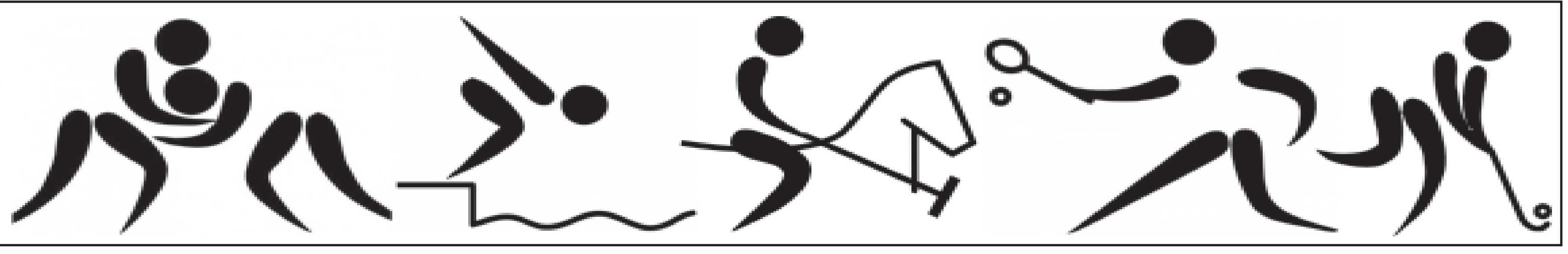

নকআউট ক্রিকেট, রি-প্লেতে পোলস্টারকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস

ইউনাটেড ফ্রেন্ডস-২৩৭ পোলস্টার-৬০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। পোলস্টারকে ধরাশায়ী করে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলো হট ফেভারিট ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। দলকে শেষ চারে তুলতে মুখ্য ভূমিকা নেন দলনায়ক রজত দে এবং স্পিনার পারভেজ সুলতান। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস ১৭৭ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে পোলস্টারকে। প্রথমে ব্যাট নিয়ে ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের গড়া ২৩৭ রানের জবাবে পোলস্টার মাত্র ৬০ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের রজত দে ৮৬ রান এবং পারভেজ সুলতান ৫ উইকেট পেয়েছেন। সেমিফাইনালে কসমোপলিটনের বিরুদ্ধে খেলবে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। ২৫ মার্চ হবে ম্যাচটি। মঙ্গলবার বৃষ্টির জন্য মাঝপথে খেলা পরিত্যক্ত হওয়ায় বুধবার পুনরায় হয় ম্যাচটি। মাঠ কিছুটা ভিজে থাকায় নির্ধারিত সময়ের পর খেলা শুরু হয়। ফলে ওভার কমিয়ে আনা হয় ৪৫ এ। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস ৪৪.৫ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৩৭ রান করে। শুরুতে বিশাল ঘোষের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস বড় স্কোরের স্বপ্ন দেখলেও মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় একসময় দল থমকে পড়েছিলো। ওই সময়ই অধিনাকোচিত ইনিংস খেলে দলকে লড়াকু স্কোর গড়াতে মুখ্য ভূমিকা নেন রজত দে। রজত ৮৯ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে সর্বোচ্চ ৮৬ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে ওপেনার বিশাল ঘোষ ৩৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬,সেন্টু সরকার ৩৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, উদীয়ন বসু ৩৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, শুভম ঘোষ ২৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং পারভেজ সুলতান ২১ বল খেলে ১২ রান করেন।

দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান। পোলস্টারের পক্ষে সন্দীপ সরকার (৪/৩৪) এবং দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য (২/২৮) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে শুরুতেই অর্জুন দেবনাথের ত্বেজে ঝলসে পড়ে পোলস্টার। মাত্র ১১ রানে ২ উইকেট হারানোর পর পারভেজ সুলতানের বিষাক্ত স্পিনের ভেলকিতে কুপোকাৎ হয়ে পড়ে পোলস্টার। এবং দল ২০.৫ ওভারে মাত্র ৬০ রান করার ফাঁকে সবকটি উইকেট হারিয়ে বসে। দলের পক্ষে নীহাল চন্দ্র শ্রীবাস্তব ৩৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং ভরত রাওয়াত ৩০ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে পারভেজ সুলতান (৫/১৪), অর্জুন দেবনাথ (২/১২) এবং অপূর্ব বিশ্বাস (২/২১) সফল বোলার।

সদরের ক্ষুদে ক্রিকেটারদের প্রস্তুতি ম্যাচে প্রতিভার পরিচয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। সদরের খুদে ক্রিকেটারদের প্রস্তুতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ। বোলাররা নিজেদের প্রতিভা কিছুটা ফুটিয়ে তুললেও কার্যত ব্যাটার্সরাও নৈপুণ্য দেখানোর চেষ্টা করেছে। অতিরিক্ত রানের খাতে দুদলের বোলাররা কৃপণতার পরিচয় দিয়ে কিছুটা স্বস্তির বার্তা দিয়েছে। নীপকো মাঠে সকাল পৌনে দশটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে অনূর্ধ ১৩ সদর-বি দল প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সদর-এ দল ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৪০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ৯৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ওপেনার শ্রেষ্ঠাংশু দেব-এর ২৭ রান এবং উদয়ন পালের ১৮ রান উল্লেখ করার মতো। সদর বি-র বোলার সন্দীপন দাস দুটি এবং আকাশ দেবনাথ, স্পন্দন বনিক ও ঋতুরাজ ঘোষ একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সদর-বি দল ২৮.২ ওভার খেলে সাত উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে সৃজন দেব-এর ৩২ রান, যশ দেববর্মার ১৮ রান ও ওপেনার রাজদীপ দেব -এর ১৩ রান দলকে সহজে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। সদর এ-র বোলার স্নেহাল দত্ত ও তীর্থ চক্রবর্তী দুটি করে এবং অর্পণ ভট্টাচার্য ও রাজদীপ সিংহ একটি করে উইকেট পেয়েছে।

প্রেসক্লাবে স্পোর্টস, চাইনিজ চেকার্সে চ্যাম্পিয়ন শিষান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত গেমস এন্ড স্পোর্টস ফেস্ট -"২৩ চলছে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে ইনডোর-আউটডোর গেমস-এর পাশাপাশি নতুন সংযোজন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। গেমস এন্ড স্পোর্টসের দ্বিতীয় পর্যায়ে বুধবার চাইনিজ চেকার্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবারে লুডো প্রতিযোগিতা দিয়ে এর সূচনা হলেও ক্রমান্বয়ে দাবা, ক্রিকেট, ক্যারাম, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন এবং নতুন সংযোজন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে। আজ অনুষ্ঠিত চাইনিজ চেকার্স প্রতিযোগিতায় শিষান চক্রবর্তী চ্যাম্পিয়ন এবং মনীষা ঘোষ রানার্স হয়েছেন। তৃতীয় স্থান পেয়েছেন সুপ্রভাত দেবনাথ। প্রতিযোগিতায় মোট ১৮ জন খেলোয়াড় ছিলেন। খেলা শুরুর প্রাক্কালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন স্পোর্টস সাব-কমিটির কনভেনের অভিষেক দে। চেয়ারম্যান অলক ঘোষও উনার সংক্ষিপ্ত ভাষণে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে সহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ। উল্লেখ্য, আগামী ২৫ মার্চে সাংবাদিকদের মধ্যে দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককেই ঠিক এগারোটার মধ্যে প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হলে রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে।

এপ্রিলে সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটের ক্রীড়াসূচি ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। উদ্বোধনী দিনে হবে ৪ টি ম্যাচ। এম বি বি স্টেডিয়ামে সকাল ৯ টায় স্ফুলিঙ্গ খেলবে মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে, দুপুর সোয়া ১ টায় জে সি সি খেলবে হার্ভের বিরুদ্ধে, নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে সকাল ৯ টায় সংহতি খেলবে চলমান সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এবং দুপুর সোয়া ১ টায় ইউনাটেড ফ্রেন্ডস খেলবে পোলস্টারের বিরুদ্ধে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেট। ১ এপ্রিল থেকে শুরু হবে আসর। এবছর আসরে অংশ নিয়েছে ১৪ টি দল। তাদের ২ গ্রুপে রাখা হয়েছে। গ্রুপ 'এ'- স্ফুলিঙ্গ, সংহতি, কসমোপলিটন,ব্লাডমাউথ, ইউ বি এস টি,মৌচাক, চলমান সঙ্ঘ। গ্রুপ 'বি'- জে সি সি, শতদল সঙ্ঘ, ইউনাটেড ফ্রেন্ডস,ও পি সি, বি সি সি এবং হার্ভে। প্রতি গ্রুপ থেকে ৪ টি করে দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। আসরের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ হবে ২১ এপ্রিল। ফাইনাল ২৩ এপ্রিল। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার অ্যাডভাইজারি কমিটির সচিব জয়ন্ত দে ক্রীড়াসূচী ঘোষনা করেন।

তপন স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের শেষ দুটি কো: ফাইনাল আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।।শেষ দুটি কোয়ার্টার ফাইনাল আজ। এম বি বি স্টেডিয়ামে সংহতি খেলবে চলমান সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এবং নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে সদ্য সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন স্ফুলিঙ্গ খেলবে ও পি সি-র বিরুদ্ধে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেটে। ৪ দলই বুধবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। আজ ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে সংহতি এবং স্ফুলিঙ্গ। দুদলেই রয়েছে একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার। ভিনরাজ্য থেকে দুই ক্রিকেটারকে এনে নিজেদের শক্তি অনেকটাই বাড়িয়ে নিয়েছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের। লক্ষ্য একটাই, মরশুমে দ্বিমুকুট জয় করা নিয়ে। কোচ দীপক ভাটনাগরও আজ জয় পাওয়া নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। এদিন অনুশালনে পিল্ডিং এর উপর জোর দেন কোচ। এদিকে সংহতির কোচ সঞ্জীব সাহাও আজ জয় পাওয়া নিয়ে আশাবাদী। সুপার ডিভিশনে সাফল্য না পাওয়া সংহতির ক্রিকেটারদের চোখ এখন নকআউট ট্রফির দিকে। সেই স্বপ্ন পূরণ করার জন্য অনুশীলনেও যথেষ্ট সিরিয়াস লক্ষ্য করা গেছে রাণা দত্ত-দের। তবে চলমান এবং ও পি সি যে বিনা লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমি ছাড়বে না তা বলাবাহুল্য। দুই দলই চাইছে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে। ফলে লড়াই জমবে বলাবাহুল্য।

Ministry of Culture Government of India
NEZCC
Government of Tripura
G20
Azadi Ka Amrit Mahotsav

Bharat Ko Jano - Tripura 2023
(Yatra & Chain Programme)

Date: 23rd March, 2023 | Time: 04: 00 pm
Venue: Bishalgarh New Town Hall, Sepahijala, Tripura

Organized by
NORTH EAST ZONE CULTURAL CENTRE, DIMAPUR
Ministry of Culture, Government of India
In collaboration with
Department of Information and Cultural Affairs, Govt. of Tripura

Inaugurator
Shri Sushanta Deb,
Hon'ble MLA, Tripura Legislative Assembly
Chief Guests
Smt. Supriya Das Datta,
Hon'ble Sabhadhipati, Sepahijala Zilla Parishad
Smt. Antara Sarkar Deb,
Hon'ble MLA, Tripura Legislative Assembly
Special Guests
Shri Anjan Purkayastha,
Hon'ble Chairperson, Bishalgarh MC
Shri Gouranga Bhowmik,
Eminent Social Activist, Sepahijala
Guest of Honour
Dr. Sandeep R. Rathod, IAS
DM & Collector, Sepahijala Tripura
President
Shri Jitendra Chandra Saha,
Eminent Social Activist, Bishalgarh

All are cordially invited

Panchali Debbarma
Deputy Director
Information & Cultural Affairs
Sepahijala District, Bishramganj

Dr. Prashanna Gogoi
Director
NEZCC, Dimapur, Nagaland
Ministry of Culture, Government of India

ICA/D-2218/23

ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে পশ্চিম জেলা স্কিল ডেভেলপমেন্ট শিবির অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। যুব সম্প্রদায়কে কর্মসংস্থানের দিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী পশ্চিম জেলা স্তরীয় স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ক্যাম্প আজ, বুধবার শেষ হয়েছে। পশ্চিম জেলা যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে হয়েছে এই প্রশিক্ষণ শিবির। বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্যালয়ে আজ অনুষ্ঠিত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন অবসরপ্রাপ্ত ইয়ুথ প্রোগ্রাম অফিসার কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা দিবাকর দেবনাথ সহ অন্যান্য অতিথিবর্গ, শিবিরে অংশগ্রহণকারী তিন মহকুমা জিরানীয়া, মোহনপুর ও সদরের ৩৬ জন যুবক-যুবতীদের হাতে প্রশংসাপত্র তুলে দেন।

এপ্রিলে কুমারঘাটে রাজ্য ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন ঘিরে প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। এবারকার রাজ্য ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কুমার ঘাটে প্রস্তুতি পরবো চলছে জোর কদমে। এখন অপেক্ষা ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের চূড়ান্ত অনুমোদন এবং পৃষ্ঠপোষকের সবুজ সংকেতের। অনুমোদন ও সংকেত পাওয়া গেলে প্রস্তুতি আরো ত্বরান্বিত হবে বলে অনুমেয়। ইতিমধ্যে বিধায়ক ভগবান দাসের সভাপতিত্বে এবং সমস্ত বিভাগীয় প্রধান, সমস্ত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, সমস্ত সরকারী-বেসরকারি সংশ্লিষ্টরা ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে অনুষ্ঠিতব্য রাজ্য স্তরের পুরুষ ও মহিলা ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের জন্য কুমারঘাটে একটি প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্য ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তাবিত তারিখ ৭ থেকে ৯ এপ্রিল। এটি প্রথম ভলিবল রাজ্য স্তরের চ্যাম্পিয়নশিপ যা ঊনকোটি জেলায় সংগঠিত হতে চলেছে। বিধায়ক শ্রীদাসও এই ধরনের চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের জন্য খুব ভালো আগ্রহ নিয়েছেন। এখন চূড়ান্ত সম্মতির অপেক্ষায় ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক, প্রয়াত কৃষ্ণ চন্দ্র সাহার পরিবার থেকে। এই স্পনসর গত ১৫ বছর ধরে এই টুর্নামেন্ট পরিচালনায় বিজয়ী, রানার্স এবং সমস্ত দলের খেলোয়াড়দের জন্য একটি ভাল পুরস্কারের আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করে থাকে।

খুদেদের রাজ্য ক্রিকেটে গন্ডাছড়া দলও ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। উদ্বোধনী ম্যাচে প্রতিপক্ষ লংতরাইভ্যালি। ২৫ মার্চ হবে ম্যাচটি। কৈলাসহরের আর কে আই মাঠে। রাজ্য অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। ২৬ মার্চ কমলপুর,২৮ মার্চ কাঞ্চনপুর এবং ২৯ মার্চ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে ধর্মনগর মহকুমার বিরুদ্ধে। আসরে ভালো ফলাফল করতে জোড় কদমে প্রস্তুতি চলছে গন্ডাছড়া মহকুমার। প্রায় ৪ বছর ধরে ওই মহকুমায় কার্যত খেলাধূলা বন্ধ ছিলো। ফলে একঝাঁক নতুন মুখ দিয়ে লড়াকু দল গড়ার চেষ্টা করছেন কোচ অনুপম দে। ব্যাক্তিগত কাজে কোচ রাজ্য আসরের সময় দলের সঙ্গে থাকতে পারবেন না। তবে এই মুহূর্তে গোটা দলকে একসুতোয় বাধার চেষ্টা করে চলছেন কোচ। অনুপম আশা করেন, প্রতিপক্ষ দলকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবেই ক্রিকেটাররা। ঘোষিত দল: ধ্রুবময় দেব, জয়দীপ রায়, চয়ন সরকার, অভিজিৎ সাহা, তুহিন বিশ্বাস, স্বরব দাস, রূপন সরকার, রাহুল বিশ্বাস, সমীর দেবনাথ, রাহান দাস, স্বরজিৎ দেবনাথ, রাজদীপ দেবনাথ, সুরজ দাস, প্রণয় বিশ্বাস এবং প্রদেশ দাস। কোচ:জয়দেব সাহা।

দিল্লিতে আন্তর্জাতিক দাবায় ত্রিপুরার অর্শিয়া, আরাধ্যা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। অংশ নিলো রাজ্যের দুই দাবাড়ু অর্শিয়া দাস এবং আরাধ্যা দাস। ২০তম দিল্লি আন্তর্জাতিক গ্র্যান্ডমাস্টার দাবা প্রতিযোগিতায়।

আগামীকাল থেকে দেশের রাজধানীর জহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ ওই দাবার আসর। তাতে দেশ বিদেশের প্রায় ১০৫০ জন দাবাড়ু অংশ নিচ্ছেন। এরমধ্যে রয়েছেন ১৯ জন গ্র্যান্ডমাস্টার।

ওই আসরে ভালো খেলে নিজেদের প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি রেটিং বাড়িয়ে আনা লক্ষ্য রাজ্যের দুই প্রতিভাবান বালিকা দাবাড়ু-র। সেই লক্ষ্যেই জোর প্রস্তুতি নিয়ে আসরে অংশ নিচ্ছে দুজনই দৃঢ়তার সঙ্গে জানায়। আগামীকাল দুপুর ২টায় হবে প্রথম রাউন্ডের খেলা। মোট ১০ রাউন্ডের হবে খেলা। প্রসঙ্গত: আসরের প্রাইজমানি ৪৫ লাখ টাকা।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATIOPN
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER

নং:F/04.B/Advt./PUB/PRO/AMC/2021 : পুর বিজ্ঞপ্তি : তাং২২/০৩/২০২৩

এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকায় বসবাসকারী সকল নাগরিকদের সুবিধার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে মশা নিধনের জন্য নিয়মিত ফগিং করা হচ্ছে। বর্তমানে পুর নিগমের প্রতি জোনে সপ্তাহে ২ বার নিম্নে উল্লেখিত ওয়ার্ডে নির্ধারিত দিনে ফগিং এর কাজ চলবে।

দিবস	সেন্ট্রাল জোন	পূর্ব জোন	উত্তর জোন	দক্ষিণ জোন
	ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ড নং
সোম বার	১৪,১৫,১৬, ২০,২২ ও ৩১	০৯,১০ ও ২১	০১ ০২ ০৩ ও ০৪	৩৩,৩৭,৩৮,৩৯,ও ৪০
মঙ্গল বার	১৭,১৮,১৯,৩২,৩৪,ও ৩৫	২৩,২৪,২৫ ও ২৬	০৫,০৬,০৭,ও ০৮	৪১,৪২,৪৩,৪৪,ও ৪৫
বুধ বার	২০, ২২, ৩১ ও ৩৬	২৭,২৮,২৯ ও ৩০	১১,১২,ও ১৩	৪৬,৪৭,৪৮,৪৯,৫০ ও ৫১
বৃহস্পতি বার	৩২, ৩৪,ও ৩৫	০৯,১০ ও ২১	০১ ০২ ০৩ ও ০৪	৩৩,৩৭,৩৮,৩৯,ও ৪০
শুক্র বার	১৪ ১৫ ১৬ ও ৩৬	২৩,২৪,২৫ ও ২৬	০৫,০৬,০৭,ও ০৮	৪১,৪২,৪৩,৪৪,ও ৪৫
শনি বার	১৭১৮ ও ১৯	২৭,২৮,২৯,ও ৩০	১১,১২,ও ১৩	৪৬,৪৭,৪৮,৪৯,৫০ ও ৫১

ধন্যবাদান্তে
স্বাঃ-
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বুধবার নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনে পদ্ম পুরস্কারপ্রাপকদের সাথে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ অন্যান্যরা। ছবি-পিআইবি।

ধর্মনগরে রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। বুধবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের লাল ছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার কালাছড়া আর ডি ব্লকের অধীন লাল ছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়াই এ এস এর ডিরেক্টর সুবিকাশ দেববর্মা, নেহেরু যুব কেন্দ্রের রাজ্য অধিকর্তা জবা চক্রবর্তী , উত্তর জেলার মুখ্য চিকিৎসক অধিকর্তা ডঃ অরুনাভ চক্রবর্তী ,উত্তর জেলার শিক্ষা অধিকর্তা সনদ কুমার নাথ কালাছড়া আর ডি ব্লকের ব্লক আধিকারিক অমিত চন্দ্র এবং লাল ছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিত্রী নাথ প্রমূখ। রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাতে হবে। এই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাতে রাজ্য থেকে ভ্রস্টাচার দূর করতে হবে।শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা ভ্রষ্টাচার দূর করা সম্ভব নয়। তার জন্য যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের উন্নয়নের জন্য দুহাত উন্মুক্ত করে একের পর এক উপহার দিয়ে যাচ্ছে। ধর্মনগর স্টেশন থেকে এখন ১৬ টি জায়গায় রেল যোগাযোগের মাধ্যমে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে যা এক সময় ছিল কল্পনাতীত। ঘরে ঘরে সুশাসনের মাধ্যমে মানুষের দরজার কাছে সরকারি সুযোগ-সুবিধা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্রামগঞ্জে জেলা ভিত্তিক নারী দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ মার্চ।। বুধবার দুপুরে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হয় বিশ্রামগঞ্জ মাল্টিপারপাস হলে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে।প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন কমলা সাগর বিধানসভার বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার, সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সহকারী সভাধিপতি পিন্টু আইচ , বিশিষ্ট সমাজ সেবক গৌরাঙ্গ ভৌমিক,সিপাহীজলা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক উত্তম দাস সহ বিশিষ্ট জনেরা।যদিও ৮ ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণবশত সিপাহীজলা জেলায় সেটা উদযাপিত হয়নি। বুধবার সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত সমস্ত আশা অঙ্গনওয়ারী ও স্বত্তসহায়ক দলের মহিলাদের নিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হয়।প্রাচীন কাল থেকেই সমাজে শোষিত ও নিষ্পেষিত হয়ে আসছিল নারীরা। সেই বৈষম্য আজও বিরাজমান। কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী নারীদেরকে সঠিক মর্যাদা দিয়ে উচ্চ শিখরে পৌঁছানোর জন্য সাদা সচেষ্ট। লক্ষ, যেন এই বৈষম্য ঘোচানো যায়। একই চিন্তাধারায় কাজ করছে দেশ ও রাজ্যের সরকার। কারন সমাজে নারীদের বড় ভূমিকা রয়েছে। সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অন্তরা দেব সরকার।

শান্তি সম্প্রীতির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্মারকলিপি প্রদান করেছে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন কমিটি। রাজ্যে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন কমিটি। কমিটির পক্ষ থেকে বুধবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয় তারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়ে সাক্ষাৎকারের জন্য সময় চেয়ে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে কোন ধরনের সারা না দেওয়ায় বাধ্য হয়ে ২১ মার্চ তারা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। বুধবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করে সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয় রাজ্যে এখনো নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস অব্যাহত রয়েছে। মানুষের রুটি রুজির উপর আঘাত আনা হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে হামলা এবং সম্পদ নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের কার্যকলাপে জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবী জানিয়েছেন।

পানিসাগরে যক্ষা দিবস পালিত হবে ২৪ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ মার্চ।। উত্তর জেলা সদর ধর্মনগর মহকুমা অন্তর্গত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় নোডাল অফিসারের অফিস গৃহে অনুষ্ঠিত হয় এক সাংবাদিক বৈঠক। উক্ত সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর অরুনাভ চক্রবর্তী এবং জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং নোডাল অফিসার ডক্টর রাহুল পুরকায়স্থ। আগামী মার্চ মাসের চব্বিশ তারিখ বিশ্ব যক্ষা দিবস সেই উপলক্ষেই এই সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর রাহুল পুরকায়স্থ জানিয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১৫৩২ জন যক্ষা রোগী রয়েছে। এর মধ্যে ২১২ জন উত্তর জেলার বিভিন্ন মহকুমাতে রয়েছে। ২০১৫ সালের ভেতরে যক্ষামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার। ২৪ শে মার্চ উত্তর জেলা ভিত্তিক বিশ্ব যক্ষা দিবস অনুষ্ঠিত হবে পানিসাগর মহকুমাতে।

মেয়ের চিকিৎসার আর্থিক সাহায্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ মা বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। জটিল রোগে আক্রান্ত একমাত্র মেয়ের জীবন রক্ষার জন্য রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্য প্রার্থী হল অভাগিনী মা বাবা। ঘটনা রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার আড়ালিয়ার ঋষিপাড়ায়। রাজধানী আগরতলা শহরের আড়ালিয়া ঋষি পাড়া এলাকার শংকর ঋষি দাসের ১৯ বছর বয়সী একমাত্র মেয়ে অর্পিতা ঋষি দাস গত দুই মাস আগে ফক্সে আক্রান্ত হয়েছিল। ধীরে ধীরে সেই ফক্স থেকে এক জটিল রোগের সৃষ্টি হয়। অর্পিতার পরিবারের লোকজন একমাত্র মেয়েকে সুস্থ করে তোলার জন্য আগরতলার আইজিএম হাসপাতাল এবং পরে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করায়। কিন্তু অর্পিতার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় একমাত্র মেয়েকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য তার বাবা শংকর ঋষি দাস নিজের বসতবাড়ি বন্ধক দিয়ে তরিঘরি উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলচরে নিয়ে যায়। শিলচরে বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পর তাদের কাছে যা টাকা ছিল সবই চিকিৎসা খাতে শেষ হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে শিলচর থেকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় অর্পিতাকে আবার বাড়িতে নিয়ে আসে। বর্তমানে অর্পিতার পরিবারের লোকজন একমাত্র মেয়ের চিকিৎসার জন্য সব অর্থ সম্পদ খুইয়ে একেবারে অসহায় রয়েছে। দিন যতই এগোচ্ছে অর্পিতার শারীরিক অবস্থারও ততই অবনতি হচ্ছে। জানা গেছে অর্পিতার বাবা শংকর ঋষি দাস একজন দিনমজুর। বুধবার অর্পিতার মা বাবা রোগাক্রান্ত একমাত্র মেয়ে অর্পিতার জীবন ভিক্ষা চেয়ে রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছেন। মেয়ের এই অবস্থা চোখের সামনে দেখে অর্পিতার মা-বাবা দিনরাত কেঁদে বুক ভাসিয়ে যাচ্ছেন।

২৬ মার্চ রামনগরে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। ব্লাড ব্যাংক রক্তের ঘাটতি মেটাতে রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের বাসভবনে আগামী ২৬ মার্চ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।। ৭ রামনগর মন্ডলের উদ্যোগে আগামী ২৬ মার্চ মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের বাসভবনে এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে জানান কর্পোরেটের তুষার কান্তি ভট্টাচার্য। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটের অভিষেক দত্ত ও যুব মোর্চা এবং মহিলা মোর্চার রামনগর মন্ডল সভাপতিগন। মোট ৩০০ ইউনিট রক্তদানের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে বলে জানান তুষার বাবু। পাশাপাশি সেদিন নরেন্দ্র মোদিজীর মন কি বাত অনুষ্ঠানও কর্মকর্তারা সবাই মিলে শুনবেন। রক্তদানকে সফল করে তোলার জন্য দলীয় নেতা কর্মী সমর্থক সহ সকল স্তরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

রক্তদানে যুবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান মন্ত্রী টিংকু রায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ মার্চ।। ধর্মনগর মহকুমা অন্তর্গত কদমতলা আরডি ব্লকের অধীন লাল ছড়া বিদ্যালয়ে নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই যুব উৎসব কে কেন্দ্র করে সরকারি সাতটি স্টল খোলা হয় স্কুল প্রাঙ্গনে যুব উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার যুব ও ক্রিয়া বিষয়ক মন্ত্রী টিঙ্কু রায় । উপস্থিত ছিলেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক উত্তর জেলা অরুণাবো চক্রবর্তী নেহেরু যুব কেন্দ্রের রাজ্য অধিকর্তা জবা চক্রবর্তী নেহেরু যুব কেন্দ্র উত্তর জেলা আধিকারিক কুনাল গৌতম সহ অন্যান্যরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় এবং নেহেরু যুবক কেন্দ্রের শিল্পীরা উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে। যুব উৎসবে মোট পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিষয়গুলি হল লোকনৃত্য, আবৃতি, অংকন প্রতিযোগিতা, মোবাইল ফটোগ্রাফি, বক্তৃতা। যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অধিকার করবে তাদেরকে নগদ অর্থ প্রদান করা হবে । তাছাড়া প্রতিযোগীদের রাজধানী আগরতলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হবে ।মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রক্তদানের বিষয় নিয়ে যে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছে। সেই বিষয়কে সামনে রেখে তিনিও বলেন যুবকদের এগিয়ে আসা দরকার। রক্তদানের জন্য যাতে করে কোন রোগী রক্তের অভাবে মৃত্যু না বরণ করে। খেলাধুলায় ত্রিপুরার মান উন্নত রয়েছে। আরও উন্নত করা হবে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা চলছে। যুবকদের নিষ্ঠাবান হতে হবে। যেখানে কোন কিছু দুর্নীতি হোক সে সকল বিষয়ে তারা এগিয়ে আসতে হবে। শুধুমাত্র নেতা মন্ত্রীদের উপর ছেড়ে দিলে হবে না। অনুষ্ঠান শেষে তিনি সরকারি স্টল গুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ফিতে কেটে। তারপর তিনি চলে যান পানিসাগর মহকুমা অন্তর্গত আরসিপি দপ্তরে। সেখানে রক্তদান অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

তেলিয়ামুড়া ব্লাড সেন্টারে রক্তের সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ মার্চ।। রক্তশূন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টার প্রায় দীর্ঘ চার মাস ধরে। প্রয়োজনীয় রক্তের অভাবে হন্যে হয়ে ঘুরছে মুমূর্ষু রোগী সহ তাদের আত্মীয় পরীজনরা। উল্লেখ থাকে, , গত ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর মানিক সাহার হাত ধরে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারটি শুরু হয়েছিল। এই ব্লাড সেন্টারটি চালু হওয়ার পর মুমূর্ষ রোগী সহ তাদের আত্মীয় পরিজনদের মুখে হাসি ফুটেছিল। এবং সেই সাথে মুমূর্ষু রোগীরা এই ব্লাড সেন্টার থেকে ব্লাড পরিষেবা নিতেও আরম্ভ করেছিল। কিন্তু আচমকাই এই ব্লাড সেন্টারটি রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। অনেকটা আইব্যায় শুন্য স্থিতির মত। তবে এই ব্লাড সেন্টারটি চালু হওয়ার পর থেকে এলাকার ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীরা বেশ উপকৃত হয়েছিল। ব্লাড সেন্টারে রক্তশূন্য প্রসঙ্গে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার চন্দন দেববর্মার কাছে জানতে চাইলে, তিনি সাফ জানিয়ে দেন এই সেন্টারে রক্তের কোনো সংকট নেই। তবে চিকিৎসক চন্দন দেববর্মা একজন চিকিৎসক হয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে অনেকটাই মিথ্যার আশ্রয় নেন। অপরদিকে, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে এম.ও.আই.সি চিকিৎসক অজিত দেববর্মার কাছে রক্ত সংকট প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারে রক্তের সংকট চলছে। কারণ আগের মত ঘন ঘন রক্তদান শিবির হচ্ছে না এলাকায়। তাই এই ব্লাড সেন্টারে রক্ত সংকট দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে এই রক্ত সংকটের বিষয়টিকে নিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক চন্দন দেববর্মা এবং হাসপাতালের এম.ও.আই.সি চিকিৎসক অজিত দেববর্মা অর্থাৎ দুই চিকিৎসকের বক্তব্যে ব্যাপক পার্থক রয়েছে। আদোতে হাসপাতালের একটি সূত্রের মতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারে প্রচন্ড রক্ত সংকট চলছে বর্তমানে। তবে এম.ও.আই.সি তথা চিকিৎসক অজিত দেববর্মা তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন সামাজিক সহ অন্যান্য সংগঠনগুলির প্রতি আহ্বান জানান স্বেচ্ছায় রক্তদান করার জন্য এবং রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত করার জন্য। তবে এই রক্ত সংকট অনেকাংশে লাঘব হবে বলে ধারণা এলাকার অভিজ্ঞ মহলের।

বাসন্তী পূজা সমাগত, মূর্তি পাড়ায় শিল্পীদের তৎপরতা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। বাসন্তী পূজা সমাগত প্রায়। এবছর বাসন্তী পুজো চলবে ২৭ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। প্রতিমা তৈরি করতে এখন মৃৎশিল্পীরা চরম ব্যস্ততায়। এ বছর পূজার সংখ্যা খানিকটা বেড়েছে বলে জানালেন মৃত শিল্পীরা। হিন্দু বাঙ্গালীদের অন্যতম প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা। আশ্বিন মাসে জাঁকজমকপূর্ণভাবে দুর্গাপূজা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি অকালবোধন। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে বাসন্তী পূজা হল হিন্দু বাঙ্গালীদের কালের পূজা। বাসন্তী পূজাকে কেন্দ্র করেও হিন্দু বাঙ্গালীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার কোন অন্ত নেই। রাজধানী আগরতলা শহরসহ রাজের বিভিন্ন স্থানে ক্লাব সামাজিক সংস্থা এবং বাড়ি ঘরে প্রতিবছর বাসন্তী পূজার সংখ্যা বাড়ছে। বাসন্তী পূজাকে কেন্দ্র করে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যেই উৎসাহ উদ্দীপনার পরিবেশ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ১ বছর আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাসন্তী পূজোর সংখ্যাও বেড়েছে বলে মৃৎশিল্পীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে। হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকি। সে কারণেই মরতে পারায় মৃত শিল্পীদের ব্যস্ততা বর্তমানে তুঙ্গে। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের বাসন্তী পুজোই বাঙালির আদি দুর্গাপুজো। যদিও এখন আশ্বিন শুক্লপক্ষের দুর্গাপুজোই বেশি আড়ম্বরে পালিত হয়।

এখন যতই আমরা আশ্বিন মাসে দুর্গাপুজো করি না কেন, বাঙালির আদি দুর্গাপুজো হত এই চৈত্র মাসেই।

পুরাণ অনুযায়ী, সমাধি নামক বৈশ্যের সঙ্গে মিলে রাজা সুরথ বসন্তকালে ঋষি মেধসের আশ্রমে দেবী দুর্গার আরাধনা করেন। যা পরে বাসন্তী পুজো নামে প্রসিদ্ধ হয়। দেবী দুর্গার প্রথম পুজোরী হিসাবে চণ্ডীতে রাজা সুরথের উল্লেখ রয়েছে।সুরথ সুশাসক ও যোদ্ধা হিসেবে বেশ খ্যাত ছিলেন। কোনও যুদ্ধে নাকি তিনি কখনও হারেননি। কিন্তু প্রতিবেশী রাজ্য একদিন তাঁকে আক্রমণ করে এবং সুরথ পরাজিত হন। এই সুযোগে তাঁর সভাসদরাও লুটপাট চালায়। কাছের মানুষের এমন আচরণে স্তম্ভিত হয়ে যান সুরথ। বনে ঘুরতে ঘুরতে তিনি মেধাসাশ্রমে পৌঁছোন।

ঋষি তাঁকে সেখানেই থাকতে বলেন। কিন্তু রাজা শান্তি পান না। এর মধ্যে একদিন তাঁর সমাধির সঙ্গে দেখা হয়। তিনি জানতে পারেন, সমাধিকেও তাঁর স্ত্রী এবং ছেলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তবুও তিনি বৌ-ছেলের ভালোমন্দ এখনও ভেবে চলেছেন।

তাঁরা দুজনেই তখন ভাবলেন, যাদের কারণে তাদের সব কিছু হারিয়েছে, তাদের ভালো আজও তারা চেয়ে যাচ্ছেন। ঋষিকে একথা বলায়, তিনি বলেন সবই মহামায়ার ইচ্ছা। এরপর ঋষি মহামায়ার কাহিনি বর্ণনা করেন। ঋষির উপদেশেই রাজা কঠিন তপস্যা শুরু করেন। পরে মহামায়ার আশীর্বাদ পেতেই বসন্ত কালের শুক্ল পক্ষে রাজা পুজো শুরু করেন। শুরু হয় বাসন্তী পুজো।

দুর্গা পুজো বাঙালিদের প্রধান অনুষ্ঠান, যার অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকে প্রতি ঘরের কচি-কাচা থেকে প্রবীণ দাদু-ঠাকুমারাও। জাতিধর্ম নির্বিশেষে এই বিশেষ উৎসব নিয়ে মেতে ওঠে সবাই। একটি বছরে চারটি নবরাত্রি আসে, তার মধ্যে দুটি গুপ্ত নবরাত্রি, তবে শরত নবরাত্রি এবং বসন্ত নবরাত্রির উদযাপন প্রায় গোটা দেশজুড়েই হয়ে থাকে। সূর্য ও চন্দ্রের নির্দিষ্ট অবস্থান মেনে চলার মাধ্যমে নবরাত্রি পালিত হয়। বসন্ত নবরাত্রিটি পালিত হয় বাসন্তী পুজো হিসেবে। শারদীয় দুর্গাপূজার মত এই বাসন্তী পুজোও দেবী দুর্গারই আরাধনার জন্য করা হয়। আদি কালে দুর্গার আরাধনায় বাসন্তী পুজোই করা হত। তবে আজও বসন্ত নবরাত্রিতে নয় দিন ব্যাপী দেবী দুর্গার পুজো করা হয়। কিন্তু এই বাসন্তী পূজা এখন কিছু জমিদার বাড়ি তথা বনেদি বাড়িতেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। অন্যদিকে কৃত্তিবাসীয় রামায়ণে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রী রামচন্দ্র বনবাসে যাওয়ার পর যখন সীতা হরণ হয়, তখন রাবণকে হারিয়ে সীতাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার জন্য শরৎকালে মহামায়ার আরাধনা করেছিলেন। সেই সময় সূর্যের দক্ষিণায়ন চলে, তাই দেব-দেবীরা নিদ্রায় থাকেন বলে বিশ্বাস করা হয়। সেই আশ্বিন মাসের পুজোই এখন গোটা বিশ্বে প্রসিদ্ধ দুর্গা পুজো। এই পুজাটি অকালে করা হয়েছিল বলেই একে অকাল বোধন বলা হয়ে থাকে। তবে বাঙালিরা আদি দুর্গাপুজো অর্থাৎ বাসন্তী পূজাকে কোনও দিনই পুরোপুরিভাবে ভুলে যায়নি। তাই আজও অনেক জায়গাতেই মহামায়ার পুজোর আদিরূপ বাসন্তী পুজোর আয়োজন বেশ আড়ম্বর করে করা হয়।

দিল্লীতে সাংসদ বিপ্লব দেবের আবাসনে উত্তর পূর্বাঞ্চল এমপি ফোরামের সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। বিপ্লব কুমার দেবের আমন্ত্রণে মঙ্গলবার উত্তর-পূর্বাঞ্চল এমপি ফোরামের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই অঞ্চলের সার্বিক বিকাশ এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এদিন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমানের রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের দিল্লিস্থিত সরকারি নিবাসে ফোরামের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই অঞ্চলের উন্নয়ন কাজে আরো অতি সঞ্চারের লক্ষ্যে বেশ কিছু বিষয় স্থান পায়। এতে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, কিরণ রিজিজু সহ বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রী এবং লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদগন ন শেষে নৈশ ভোজের ও আয়োজন করা হয় এদিন।

উল্লেখ্য ২০১৪ সালে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকার আসীন হওয়ার পর উন্নয়নের প্রশ্নে একদা উপেক্ষিত উত্তর পূর্বাঞ্চলে লুক ইস্ট এর বদলে এক্টিস্ট পলিসিতে জোর দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির আন্তরিক প্রচেষ্টায় সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রশ্নে একদা পিছিয়ে পড়া এই অঞ্চলে নতুন সূর্যোদয় হয় ন উন্নয়নের মাপকাঠিতে ভৌগলিক দূরত্ব অনেকটাই ঘুচিয়ে দিল্লির সাথে বিকাশের মূল স্রোতে যুক্ত হতে থাকে উত্তর পূর্বাঞ্চল। কমতে থাকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, পরিষেবাসহ সব উন্নয়নের অসমতা ন উত্তর পূর্বের বিকাশে প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় মনোভাবকে পাথেয় করে, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভর এন.ই, এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে আরো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে এন.ই এমপি ফোরাম। সর্ব সমন্বয়ী ভাবনায় একত্রিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত পথে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যই বর্তমানে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে।

দীর্ঘ উপেক্ষার কালো আঁধার কাটিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকা উন্নয়নের মাধ্যমে এক সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিশা খুঁজে পেয়েছে। সর্বশেষ তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলও, নরেন্দ্র মোদীর প্রতি মানুষের আস্থার এক উজ্জ্বল নিদর্শন বলা চলে ন উত্তর পূর্বাঞ্চলের বেশকিছু কাজের অগ্রগতি এবং এই অঞ্চলের সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা হয় এদিন। দীর্ঘ সময় যাবত প্রত্যাশিত দাবি আদায় বা প্রাপ্তির তালিকায় উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছিল সবার পেছনে। কিন্তু বর্তমানে দেশের রাজধানীর সঙ্গে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশ ও সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রয়াস অনেকাংশেই সফলতা এসেছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।